প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩০ ❖ ২৩ - ২৯ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে দেশীয় ফলজ গাছ

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

শোক সংবাদ

প্রয়াত এমিলিয়া রোজারিও

জন্ম : ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ১০ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

স্বামী : প্রয়াত নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স

গ্রাম ও ডাকঘর : নাগরী

উপজেলা : কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর।

নাগরী ধর্মপল্লীর নাগরী গ্রামের বিশিষ্ট সন্তান, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর গর্ব, সমবায় আন্দোলনের অগ্রসৈনিক, ফাদার চার্লস ইয়াং এর সহযোদ্ধা, নাগরী ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা নাইট ভিনসেন্ট রড্রিক্স এর সুযোগ্যা সহধর্মিনী মিসেস এমিলিয়া রোজারিও ১০ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ দিবাগত রাত ১০:৩০ মিনিটে পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

প্রয়াত এমিলিয়া রোজারিও গত ৭ বছর যাবত বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে চলনশক্তিহীন হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে গুরুতর অসুস্থ হয়ে কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর থেকে তিনি নিজে-নিজে হাঁটা-চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

২৩ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তার সুযোগ্য সন্তান ব্রাদার ড. বিজয় হ্যারোল্ড রড্রিক্স সিএসসি (প্রাক্তন প্রভিন্সিয়াল) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সন্তানের মৃত্যুশোক তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। সন্তানের মৃত্যু ৮১ দিনের মাথায় মা ও সন্তানকে অনুসরণ করে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য স্বর্গে চলে গেলেন। ১১ সন্তানের মধ্যে পাঁচজনই তার আগে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে আর অসংখ্য গুণগ্রাহী।

সবার কাছে আকুল আবেদন তার আত্মার কল্যাণ এবং তার শোকাহত পরিজনদের এ বিয়োগ ব্যাথা সহ্য করার শক্তি যেন ঈশ্বর তাদেরকে দেন।

শোকাহত পরিবার

বিজ্ঞ/১২৭/২০

Botleroo & Associates

Cost & Management Accountants
Certified Financial Consultants & ITP

Room No – 337 (3rd. Floor), RH Centre, 74/B/1 Green Road, Dhaka – 1215, Mob: 01714063300, EM:Botleroo.jones@gmail.com

Affiliated with

UHY Syful Shamsul Alam & Co.
Chartered Accountants
28, Dilkhusha C/A. Dhaka.

Mondol & Company
Chartered Accountants
67, Kakrail, Dhaka.

Botleroo & Associates is born for financial services with lots of thoughts and solutions to the Business. It's not the saying, it's a fact. We assure the best professional services to you.

OUR SERVICES

1. Income Tax & VAT Return and Assessment (Individual & Company)
2. Corporate Governance Compliance Certification (BSEC)
3. Licensed TAX Advisor for all TAX Services (NBR)
4. Developing Financial Accounting System
5. Developing Cost Accounting system
6. Developing Internal Control System
7. Developing Cost Saving Mechanism
8. Management /Performance Audit
9. Conducting Internal Audit
10. Management Consultancy
11. Project Evaluation
12. Financial Audit
13. Cost Audit
14. Not limited to these, but Many More

Please call or mail us for any of the above services at lower cost

We count each cent of the Business

Jones A. Botleroo - FCMA, FCFC (Canada)
Principal
Botleroo & Associates
Mob : 01714063300

Office Address :
Room No. – 337 (3rd. Floor)
RH Centre, 74/B/1 Green Rd.
Dhaka -1215.

বিজ্ঞ/১৩০/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৩০
■■■■■ ২৩ - ২৯ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■ ০৮ - ১৪ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাস্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

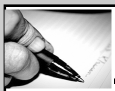

সম্পাদকীয়

প্রকৃতির যত্নদানের আনুষ্ঠানিক শুরুটা হোক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মাধ্যমে

আমাদের মানব জীবনে বৃক্ষ এক অপরিহার্য পরম উপকারী বন্ধু। জীবন বাঁচিয়ে রাখার অক্সিজেন যেমনি আমরা বৃক্ষ থেকে পেয়ে থাকি তেমনি দেহের পুষ্টি ও মনের তুষ্টিও বৃক্ষের ফল ও ফুলের মধ্যদিয়ে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরই প্রকৃতিকে অপরূপভাবে ফলশালী করেছেন মানুষের বিবিধ প্রয়োজন মেটানোর জন্য। একইভাবে প্রকৃতিকে যথার্থভাবে ব্যবহার ও যত্নদানের আহ্বানও রয়েছে মানুষের কাছে। লোভ এবং ভোগ-বিলাসিতার বশবর্তী হয়ে মানুষ অপ্রয়োজনীয় চাহিদা তৈরি করে প্রকৃতিকে নষ্ট ও ধ্বংস করছে। লোভী মানুষের হিংস্র থাবা পড়েছে বৃক্ষ ও বনভূমির ওপর। দিন দিন বনভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রাখার জন্য একটি দেশের আয়তনের এক-চতুর্থাংশ বা ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের রয়েছে মাত্র ১২-১৫ শতাংশ বনভূমি। অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও যত্নশীল তদারকির অভাবে তা-ও কমে যাচ্ছে। বৃক্ষ ও বনভূমি কমে যাওয়ায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের নিত্যসঙ্গী হতে যাচ্ছে। আমাদের দেশের মতো বিশ্বের অনেক দেশেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে। এমনিতর অবস্থায় বিশ্বের সচেতন মহল জোর দিচ্ছে যাতে করে বনাঞ্চল বৃদ্ধি করা হয় এবং সেলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানব জীবন সঙ্কটের মধ্যে পড়বে তা দূরদর্শী পোপ ফ্রান্সিস বেশ ভালভাবেই অনুধাবন করেন। তাই তিনি ৫ বছর আগে বিশ্বের কাছে 'লাউদাতো সি' বা 'তোমার প্রশংসা হোক' নামে এক সর্বজনীন পত্র লেখেন। যে পত্রে তিনি জোর দিয়েছেন, আমাদের ধরিত্রী মাতাকে যত্ন নিয়ে একে বসবাস যোগ্য করে রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক মহলকে তিনি উদাত্ত আহ্বান করেন সকল রেষারেষি, লোভ-ঈর্ষা ভুলে একসাথে বসে ধরণীকে বাঁচানোর কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে। বিষয়টিকে পোপ মহোদয় এতই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, লাউদাতো সি'র ৫ম বর্ষপূর্তিতে তিনি প্রকৃতি-পরিবেশের আরো যত্ন বৃদ্ধি করতে 'লাউসাতো সি'/ 'প্রকৃতি-পরিবেশ' বর্ষ *(২৪ মে, ২০২০ - ২৪ মে, ২০২১)* ঘোষণা করেছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার অন্যতম একটি পদক্ষেপ হতে পারে পরিকল্পিতভাবে প্রচুর বৃক্ষরোপণ করা।

কৃষি ও প্রকৃতিপ্রেমী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বৃক্ষরোপণকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁর কর্মপরিকল্পনায়। তিনিই বাংলাদেশে 'সবুজ বিপ্লব' ধারণা শুরু করেন। নিজে বৃক্ষরোপণ করে জনগণকে উৎসাহিত করতেন বৃক্ষরোপণ করে দেশকে সবুজ, সতেজ ও সমৃদ্ধ করতে। পরিবেশ রক্ষায় জাতির জনকের বৃক্ষরোপণের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তীতে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রতি বছর পরিবেশ মেলা, বৃক্ষমেলা, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি, বসতবাড়ি বনায়ন কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, ফলদ-বনজ-ভেষজ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ইত্যাদি সরকারি-বেসরকারিভাবে করা হয়। এ বছর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ কোটি গাছ বিতরণ ও রোপণের কার্যক্রম শুরু করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা যেমন দরকার, তেমনি দরকার জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি। সাম্প্রতিক সময়ে বৃক্ষরোপণের জন্য সকলের মধ্যে যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা জাতিকে আশান্বিত করছে। বৃক্ষরোপণের এই কার্যক্রম সফল হলে নিশ্চয় বাংলাদেশ আবার তার পুরোনো সবুজ রূপ ফিরে পাবে তা প্রত্যাশা করা যায়।

দেশ ও রাষ্ট্রের সকল ভালো কাজের সাথে খ্রিস্টানগণও উত্তম নাগরিকের পরিচয় দিয়ে সর্বদা যুক্ত আছে। এবারেও এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে কাথলিক খ্রিস্টানগণ এক বিরাট কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সারাদেশে ৪ লাখ কাথলিক খ্রিস্টান ৪ লাখ ফলজ ও টেকসই গাছ রোপণের মধ্য দিয়ে বিশ্বজনীন মণ্ডলী ও দেশের কার্যক্রমের সাথে একাত্ম হচ্ছে। 'লাউদাতো সি' *(২৪ মে, ২০২০ - ২৪ মে, ২০২১)* বর্ষ; জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী *(১৭ মার্চ, ২০২০ - ১৭ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)* এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী *(২৬ মার্চ, ২০২১ - ২৬ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)* উদ্‌যাপন উপলক্ষে বৃক্ষরোপণের এই কার্যক্রমে প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্ত স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে বলে বিশ্বাস করি। রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর পক্ষ থেকে কর্মস্থল ও বাসস্থানে গাছ লাগানোর যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সকলকেই বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। কাথলিক মণ্ডলীর ১জন ব্যক্তি ১টি গাছ নীতির ব্যাপক সফলতা আসুক এবং সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রকৃতি-পরিবেশ বিশুদ্ধ হোক॥ ✝

"স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে: পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।" - মথি: ১৬:১৯

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৩ - ২৯ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৩ আগস্ট, রবিবার

ইসাইয়া ২২: ১৯-২৩, সাম ১৩৮: ১-৩, ৬, ৮, রোমীয় ১১: ৩৩-৩৬, মথি ১৬: ১৩-২০

লিমার সাধ্বী রোজ, কুমারী-এর স্মরণ দিবস পালন

২৪ আগস্ট, সোমবার

সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত, পর্ব

প্রত্যাদেশ ২১: ৯-১৪, সাম : ১০-১৩, ১৭-১৮, যোহন ১: ৪৫-৫১

২৫ আগস্ট, মঙ্গলবার

সাধু লুইস, স্মরণ দিবস

সাধু যোসেফ কালাসান্জ, যাজক, স্মরণ দিবস

২ থেসা ২: ১-৩, ১৪-১৭, সাম ৯৬: ১০-১৩, মথি ২৩: ২৩-২৬

২৬ আগস্ট, বুধবার

২ থেসা ৩: ৬-১০, ১৬-১৮, সাম ১২৮: ১-২, ৪-৫, মথি ২৩: ২৭-৩২

২৭ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

সাধ্বী মনিকা, স্মরণ দিবস

১ করি ১: ১-৯, সাম ১৪৫: ২-৭, মথি ২৪: ৪২-৫১

২৮ আগস্ট, শুক্রবার

সাধু আগষ্টিন, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস

১ করি ১: ১৭-২৫, সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১০-১১, মথি ২৫: ১-১৩

২৯ আগস্ট, শনিবার

দীক্ষাগুরু যোহনের শিরোচ্ছেদ, স্মরণ দিবস

জেরেমিয়া ১: ১৭-১৯, সাম ৭০: ১-৬, ১৫, ১৭, মার্ক ৬: ১৭-২৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৩ আগস্ট, রবিবার

+ ১৯০০ ফাদার ফেবিয়ান বডেওয়ার্ড ল্যাংলিয়ের
+ ১৯৪২ ফাদার যোসেফ হ্যারেল সিএসসি
+ ২০১৮ সিস্টার নাজারিনা আগ্নেশ পারিও এসসি

২৪ আগস্ট, সোমবার

+ ১৯৭৬ সিস্টার মেরী অফ লুর্ডস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৫ আগস্ট, মঙ্গলবার

+ ব্রাদার মালাখি রবার্ট ও' ব্রায়েন সিএসসি (ঢাকা)

২৬ আগস্ট, বুধবার

+ ১৯৯৪ সিস্টার থেকলা আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার আন্তনিও ফলিয়ানি এসএক্স (খুলনা)

২৭ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী গেট্রুড এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রাদার মার্সেল ডুসেন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফাদার জেমস টবিন সিএসসি (ঢাকা)

২৮ আগস্ট, শুক্রবার

+ ২০০৫ সিস্টার এম বেনেডিক্ট গমেজ আরএনডিএম (ঢাকা)

২৯ আগস্ট শনিবার

+ ১৮৫৫ সিস্টার মারী দ্য ভিক্টোয়ারস রিচার্ডস সিএসসি
+ ১৮৫৫ ফাদার আলেকজান্ডার মন্টিনি সিএসসি

বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মে যুবাদের সম্পৃক্ততা

বর্তমানে বৈশ্বিক উন্নয়নে যুবারা বিপুল সম্ভাবনাময় এবং ইতিবাচক শক্তিসম। যাদের অংশগ্রহণ বৈশ্বিক যেকোন লক্ষ্য অর্জনে অনেকাংশেই অনিবার্য। বিশ্বের যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলা এবং দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার নজিরতো একমাত্র যুবাদেরই রয়েছে। এমনকি মহামারী করোনাকালীন বিপর্যয়ের সময়েও তার ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সুহৃদ যুবসমাজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এসেছে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পাশে। যারা বাড়ির বাইরে আসতে পারছে না, তারাও ঘরে বসে আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যদিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধে আইন-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে আসছে। তাছাড়া যুবাদের কেউ-কেউ নিজ উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ এবং বিভিন্ন জায়গায় স্যানিটাইজার বিতরণ করেছে যা অতীব প্রশংসনীয়। এছাড়াও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের যুবারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র কেন্দ্র থেকে হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুত করে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে, লকডাউনে অনাহারে কষ্ট পাওয়া অনেকের পাশেই খাবার বিতরণ এবং স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে জনসাধারণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে।

বৈশ্বিক পরিবর্তন বিশ্বের সকল নাগরিকেরই কাম্য এবং সেই পরিবর্তনের ধারক এবং বাহক হলো বর্তমান যুবসমাজ। স্বামী বিবেকানন্দের মতো যুবারা হলো বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনের অন্তিম আশা এবং অনুপ্রেরণা। কেননা একমাত্র যুবারাই পুরনোকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলতে আজ অবধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে মহামারী করোনাভাইরাসের ফলে বিগত কয়েক মাস যাবত যুবাদের জীবনে অভূত পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বন্ধ হওয়ায় এবং যারা বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত তাদের বেকার অবস্থা যুবাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। যেহেতু বয়স্কদের চেয়ে যুবাদের গ্রহণ ও যেকোন পরিবর্তনকে সহজে মেনে নেয়ার মন-মানসিকতা তুলনামূলকভাবে বেশি, সেহেতু করোনাভাইরাসের কারণে জন-জীবন, পরিবেশ ও ব্যক্তিগত-পেশাগত এবং পারিপার্শ্বিক জীবনে যে বিশদ পরিবর্তন এসেছে তা গ্রহণের সক্ষমতা যুবাদের রয়েছে বলে কম-বেশি সকলেই আশাবাদী। তাছাড়া অনেকের পরিকল্পনা মাফিক কোন-কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়া এবং নাজুক পরিস্থিতির ফলে আকস্মিক সামাজিক দূরত্ব ইত্যাদি নানাবিধ কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই এই সঙ্কটকালীন সময়ে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে যেন যুবারা হতাশা-নিরাশার ঘোর কাটিয়ে উঠে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। এ সময়ে যুব-ারা যেন বিপথে না গিয়ে বরং সময়ের যথাযথ ব্যবহার করে নিজেদের মেধা ও দক্ষতার পুনরায় প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে পারে, সেদিকে পিতা-মাতা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সচেতন দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

অন্যদিকে, যুবাদের অনাবিল সক্ষমতা ও দক্ষতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। যুবাদের সম্পৃক্ততা ছাড়া কখনও কোন দেশের অগ্রগতি ও চলমান উন্নয়নকে স্থিতিশীল রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া অনেকেই মেধা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগের অভাবে তার গুণাবলীর সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। তাই স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে যুবাদের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যুবাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে সরকার ও দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে আরো বেশি তৎপরতার পরিচয় দিতে হবে। বর্তমানে আধুনিক থেকে আধুনিকায়নের দিকে মূল্যবোধ নিয়ে যাত্রা করা উন্নয়নের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন ও ইতিবাচক ধারণার অধিকারী যুবাদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং নিবিড় সম্পৃক্ততা অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং যুবারা যেন মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে আগামী দিনের শুভ সূচনা করতে পারে এবং যেকোন বৈশ্বিক কর্মে সফলভাবে ব্রতী হতে পারে সেজন্য প্রত্যেকের সহযোগিতা ও অবদান প্রত্যাশিত॥

জাসিন্তা আরেং

ময়মনসিংহ থেকে

ফাদার চঞ্চল হিউবার্ট পেরেরা

সাধারণকালের ২১তম রবিবার

১ম পাঠ : প্রবক্তা ইসাইয়া ২২:১৯-২৩

২য় পাঠ : ২য় রোমীয় ১১:৩৩-৩৬

মঙ্গলসমাচার : মথি- ১৬:১৩-২০

আজ আমরা সাধারণকালের ২১তম রবিবার পালন করছি। যিশু তাঁর শিষ্যদের একটি কঠিন প্রশ্ন করলেন- আমি কে এ বিষয়ে লোকেরা কি বলে? যে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে যিশুর সাথে অন্তরের সম্পর্ক থাকা চাই। তাহলেই হয়তো আমরা সাধু পিতরের মত বলতে পারব "আপনি তো স্বয়ং খ্রিস্ট জীবনময় পরমেশ্বরের পুত্র।" আমাদের বিশ্বাসের যাত্রায় এ প্রশ্নের উত্তর বের করতে খ্রিস্টকেইতো অনুসরণ করতে হয়।

যে যিশু তাঁর শিষ্যদের সাথে প্রচার কাজের তিন বছরের দুই বছরই পার করে দিয়েছেন, আর এমনি এক সময়ে তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন -আমি কে? নিছক প্রশ্ন করার খাতিরে প্রশ্ন নয়, যুক্তি যুক্ত সে প্রশ্ন। অভিজ্ঞতায় উত্তর ভিন্ন হলেও সঠিক উত্তরটি খুঁজতে আজকের দিনে আমাদের আহ্বান যিশু তুমি আমার জীবনে কে?

ধরা যাক আমরা একটি চাবি হারিয়েছি আর খুঁজে বেড়াচ্ছি রাস্তায়। আমার সাথে আরো অনেকে যোগ দিয়েছে। একজন প্রশ্ন করল তুমি কোথায় চাবি হারিয়েছ? আমি বললাম আমার ঘরে, সে বলল, তাহলে তুমি রাস্তায় খুঁজছ কেন? আমি বললাম, আমার ঘরে যথেষ্ট আলো নেই কিন্তু রাস্তায়তো অনেক আলো আছে তাই এখানে খুঁজছি। ভুল জায়গায় খুঁজতে গিয়ে আমরা আর আসলটা পাই না। আর তখন অন্য শিষ্যদের মত আমরা বলি "কেউ বলে আপনি দীক্ষাগুরু যোহন, এলিয়, প্রবক্তাদের মধ্যে একজন।"

তাই যিশু একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন এই খোঁজা যেন ঈশ্বরের সাথে আমাদের একটি সম্পর্ক তৈরি করা। সাধু পিতর যেন সে সম্পর্কই তৈরি করতে পেরেছেন। তাই তিনি যিশুকে নতুনভাবে খুঁজে পেয়েছেন বা জেনেছেন। যিশু *(মথি ১১: ২৭ পদে)* বলেছেন- "আমার পিতা আমারই হাতে সমস্ত-কিছু তুলে দিয়েছেন। পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না; আবার পিতাকেও কেউ জানে না, শুধু পুত্র ছাড়া, আর পুত্র নিজেই যাদের কাছে পিতাকে প্রকাশ করতে চায়, তারা ছাড়া।" কোন যুক্তি, কোন শক্তি, কোন জ্ঞান, কোন ক্ষমতা, কোন ধন-সম্পদ, কোন অর্থ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহই পারে এ উত্তর দিতে যিশু আসলে কে। আর ঈশ্বর নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করেন যারা তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখে তা গ্রহণ করতে। পিতর যিশুকে (আপনি ঈশ্বরের পুত্র) স্বীকার করেছিল বলেই জলে ডুবে যেতে-যেতেও রক্ষা পেয়েছিলেন।

বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্বাসের যাত্রায় অনেক সময় আমরা হয়তো যিশুকে চিনতে পারি না। কারণ যিশুর কাছে নিজেকে নিয়ে আসি না, যিশুর সঙ্গে পথ চলি না, তাকে অনুসরণ করি না। আর তাই আমাদের বিশ্বাসের পথটিও আমরা অনেক সময় পাল্টে ফেলি। ছুটে যাই অন্য শক্তির কাছে, অন্য দেবতার কাছে প্রকাশ করি মনের দুঃখ-কষ্ট, কান্না-বেদনা। আর মনে করি আজই তারা আমাদের জীবনের সমস্ত সমস্যা সমাধান করে দিবে। কত সময় , কত অর্থ আমরা নষ্ট করি। ঠিক তখনই যিশু পিতরের মত আমাকেও বলেন "তুমি কি আমায় সত্যিই ভালবাস।" একবারও কি শুনতে পাই যিশুর সেই কথা 'আমি কে এ বিষয়ে তুমি কি মনে কর?' আসলে উত্তর আমাকেই খুঁজে বের করতে হয়।

ঈশ্বরের প্রকাশ এ নয় যে আমরা নীরব ধ্যানে বসে আছি আর তিনি আমার সাথে কথা বলবেন। আসলে ঈশ্বরের প্রকাশ হলো আমার চোখ দিয়ে যিশুর গৌরবের কাজকে দেখা, কান দিয়ে বাণীকে শোনা, হৃদয় দিয়ে যিশুর ভালবাসাকে উপলব্ধি করা যে, দৈনন্দিন জীবনে তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করছেন আমাদের ছোট-ছোট ঘটনার মধ্যদিয়ে।

যিশুর সান্নিধ্য লাভের মধ্যদিয়ে পিতর একটি নতুন নাম ধারণ করেছেন। যতই আমরা যিশুর সান্নিধ্য লাভ করি ততই যেন আমরা নতুন মানুষ হয়ে ওঠি। আমি আর আগের মানুষটি থাকি না। আর যিশু যেন আমাদের প্রত্যেককে একটি নতুন নাম দিতে প্রস্তুত। নতুন এই নাম ধারণ করতে আমাকে সবার আগে যিশুকে চিনতে হয় এবং এরপরেই না যিশু আমাকে একটি নতুন নাম দেবেন এ ভেবে যে আমার জীবনে আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। আমার বিশ্বাসের শক্ত ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই তিনি আমাকে নতুন দায়িত্ব দিতে চান। যার মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হবে ভালবাসার, ক্ষমার, সেবার স্বর্গরাজ্য। যে স্বর্গরাজ্যের চাবি যিশু পিতরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আর এমনি করেই যখন আমরা ভালবাসতে পারব, ক্ষমা করতে পারব, সেবা করতে পারব, নিজ জীবনে সত্য বিশ্বাস বজায় রাখতে পারব, তখনই যেন স্বর্গরাজ্যের দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত হয়ে ওঠে।

আসুন আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি আমাদের ক্ষমতার মধ্য নয়, জ্ঞানের মধ্যে নয়, কোন ঐশতত্ত্বের ব্যখ্যায় নয় বরং আমার উত্তর হোক যিশুর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর। আসুন আমরা প্রার্থনা করি, যেন আমরা পিতরের মত আমাদের জীবনে যিশুকে নতুন করে অভিজ্ঞতা করতে পারি॥

বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব

ড. ইসিদোর গমেজ

গ্রীন রেভুল্যুশন (Green Revolution) বা "সবুজ বিপ্লব" কথাটি সম্ভবত গত শতাব্দির ষাট দশককে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। তা ছিল মূলত বিজ্ঞানী/গবেষকদের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক কারিগরী প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তা প্রয়োগে সাফল্যজনকভাবে শস্যের বহুগুন উৎপাদনকে কেন্দ্র করে। এই গ্রীন রেভুল্যুশনের নেতৃত্বে ছিলেন আমেরিকান এ্যাগ্রনোমিষ্ট নরম্যান বোরলগ (Norman Borlaug)। এ কারণে তাঁকে গ্রীন রেভুল্যুশনের জনক বলা হয়। এ ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমাদের দেশে "গ্রীন রেভুল্যুশন" কথাটি পরিচিত ছিল না। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পরপর তাঁর আহ্বানে বাংলাদেশে "সবুজ বিপ্লব" শুরু হয়েছিল।

তিনি জানতেন এ দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ এবং মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি কৃষি নির্ভর। বঙ্গবন্ধু এটি ভালভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ছাড়া দেশের অর্থনীতির ভিত শক্তিশালী হবে না। এজন্য তিনি "কৃষক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও" শ্লোগানে সবুজ বিপ্লবে'র ডাক দেন। তাঁর সরকার 'সবুজ বিপ্লবে'র এই ডাক ও শ্লোগানকে কেবল শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করেনি। বরং স্বাধীনতার পর সহায়-সম্বলহীন ২২ লাখ কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করেছে। তাদের পুনর্বাসনে স্বল্পমূল্যে এবং অনেককে বিনামূল্যে বীজ সার ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ দেয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানুষ প্রেমী, কৃষক প্রেমী ও প্রকৃতি প্রেমী মহান নেতা। তিনি দেশের প্রতিটি প্রান্তের খবর রাখতেন।

তিনি দেখলেন দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী যুদ্ধে এ দেশের শুধু জীবন ও সম্পদই নষ্ট হয়নি। দেশের বৃক্ষ ও বনাঞ্চলও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বাস্তবতা অনুধাবন করে, তা থেকে উত্তরণের জন্য দেশের বৃক্ষ সম্পদকে দ্রুত সমৃদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের পাশাপাশি সারাদেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান কার্যক্রম চালু করেন।

বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব ছিল প্রকৃতপক্ষে কৃষি, মৎস, বন, পরিবেশ তথা বাংলাদেশের এতদসংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করা। ফলে এতদসংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দফতরে ব্যাপক সংস্কার করেছেন। সাধারণ মানুষ, বিশেষত কৃষক ও কৃষিকাজ সংশ্লিষ্ট সাধারণ জনগণের

রেসকোর্স ময়দান (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, নারিকেলের চারা রোপণ করছেন বঙ্গবন্ধু

ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যমান সমবায় সমিতি ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা চালু করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা জমির সিলিং নির্ধারণ করেন। পাকিস্তান আমলে দায়েরকৃত ১০ লাখ কৃষককে সার্টিফিকেট মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সুদসহ তাদের বকেয়া ঋণও মওকুফ করা হয়।

একই সাথে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহিত "জাতীয়ভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী" বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে, যা আজও অব্যাহত আছে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানের পশ্চিম পাশে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পূর্বপাশে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নারিকেলের চারা রোপণ করেন এবং ঘোড়াদৌড়ের মাধ্যমে জুয়া খেলার রেসকোর্স বন্ধ করেন। সেখানে একটি উদ্যান তৈরির ঘোষণা দেন এবং উদ্বোধন করেন। উদ্যানটির নামকরণ করেন "সোহরাওয়ার্দি উদ্যান"। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজরিত সেই সোহরাওয়ার্দি উদ্যান এখন নগরীর কোটি-কোটি মানুষের ফুসফুস সচল রাখার গুরু দায়িত্ব পালন করছে। তাঁর রোপিত নারিকেল গাছটি খুঁজে বের করে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তখনকার দিনে আজকের মত নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল না। একজন সাধারণ মানুষের মত অনাড়ম্বর পরিবেশে বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে চারা রোপণ করেছিলেন। গাছ রোপণের মাধ্যমে 'সবুজ বিপ্লব'কে সার্থক করার জন্য আমরা সত্যিই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ফলশ্রুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ক্যাম্পাসে ও রাস্তার আইল্যাণ্ডে বিভিন্ন প্রকার গাছ লাগানোর দায়িত্ব পালন করেছি। পরবর্তীতে নিজের কর্মস্থল বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের অফিস, আবাসিক এলাকা এবং আঞ্চলিক খামারগুলিতে হরেক রকমের গাছ চারা নির্বাচন করে রোপণ করা হয়েছে। আর এসবের মূলে ছিল সেই ছাত্রাবস্থায় দেখা বঙ্গবন্ধুর বৃক্ষরোপণ ও তাঁর উদ্দেশ্য।

গাছ লাগানো ও গাছের গুরুত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করেছিলেন বাংলাদেশের জন্মের শুরুতে। তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশকে গড়ার কাজে গাছকে অন্যতম বিশেষ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি দেশের যে প্রান্তে যেতেন সেখানেই একটি বৃক্ষের চারা রোপণ করতেন। মানুষকে উৎসাহ প্রদান করতেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই তিনি খুলনা কলেজ পরিদর্শনে আসেন এবং কলেজ প্রাঙ্গণে একটি নারিকেল গাছ রোপণ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত সেই নারিকেল গাছটি নাকি এখনও বিদ্যমান।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বৃক্ষরোপণ অভিযান উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে বাণী প্রদান করেন, তিনি বলেন, "বনাঞ্চলগুলিকে সরকারী পর্যায়ে উন্নয়ন ও অধিক উৎপাদনশীল করার জন্য সরকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারী বনাঞ্চল বর্হিভূত এলাকায় ও জনসাধারণের সহযোগিতায় অধিক গাছ লাগিয়ে বৃক্ষসম্পদ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

প্রতিবেশী ডেস্ক ▮ একসময় বাংলাদেশকে বলা হতো সবুজ নিসর্গের দেশ। কিন্তু কালক্রমে মানুষের অসচেতনতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সবুজ বৃক্ষরাজি খ্রিয়মান হচ্ছে। বৃক্ষ বা গাছগাছালির স্বল্পতায় পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ঝড়, ভূমিকম্প বা বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কিছুটা প্রকাশ। বাংলাদেশকে যা প্রায়ই মোকাবেলা করতে হয়। পরিবেশ রক্ষায় প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের দেশে বৃক্ষ অনেক কম থাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রায়ই আমাদেরকে আঘাত হানে আবার বৃক্ষরাজিতে সজ্জিত সুন্দরবনের মতো বনাঞ্চলগুলোই আমাদের দেশকে ঘূর্ণিঝড়ের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। তাই পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের বিকল্প নেই। এ সত্য অনুধাবন থেকেই শুরু হয়েছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী। পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছরই সরকারি-বেসরকারিভাবে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, যেমন-পরিবেশ মেলা, বৃক্ষমেলা, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি, ফলজ-বনজ-ভেষজ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বা শুধু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী। ইতিহাস বলে- সারা বাংলাকে সবুজায়িত করতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমাদের দেশে "গ্রীন রেভুল্যুশন" কথাটি পরিচিত ছিল না। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পরপরই তাঁর আহ্বানে বাংলাদেশে "সবুজ বিপ্লব" শুরু হয়েছিল। সময়ের ধারবাহিকতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পেয়েছে ধারাবাহিকতা। আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক উভয়ভাবেই প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এই বছর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমটি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। ইতোমধ্যে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মুজিববর্ষে ১ কোটি চারাগাছ রোপণের কর্মসূচী শুরু করেছেন এবং সকল নাগরিককে আহ্বান করেছেন এই কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে। বরাবরের মতোই সুনাগরিক হিসেবে খ্রিস্টানগণ এ কর্মসূচীতে একাত্ম হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আগেই বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট ও ঢাকার আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গঠিত জাতীয় কমিটিকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে ৪ লাখ কাথলিক খ্রিস্টভক্ত প্রত্যেকে ১টি করে গাছ লাগিয়ে দেশকে আরো সবুজ ও সতেজ করে তুলবে। কার্ডিনাল মহোদয়ের এই প্রস্তাব জাতীয় ও মাণ্ডলীকভাবে প্রশংসিত হয়। ইতোমধ্যে মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস 'লাউদাতো সি'/ 'প্রকৃতি-পরিবেশ' বর্ষ ঘোষণা করায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে অনেকেই স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য ১টি কমিটি গঠন করে ধারণাপত্র তৈরি করা হয়।

ধারণাপত্র:

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে
"বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী"

ভূমিকা : প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে এবং এই জনগণের বহুবিদ চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বন ও বৃক্ষ ধীরে-ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দিচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় সচেতন মহল জোর দিচ্ছে যাতে করে বনাঞ্চল বৃদ্ধি করা হয় এবং সেলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী *(১৭ মার্চ, ২০২০-১৭ মার্চ, ২০২১)* ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী *(২৬ মার্চ, ২০২১-২৬ মার্চ, ২০২২)* উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত সিবিসিবি এর অধীনস্থ কেন্দ্রীয় কমিটি বেশ কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি কর্মসূচী হলো বৃক্ষরোপণ। একই সাথে এ বছরই পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র "লাউদাতো সি" রচনার পঞ্চবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। উদ্‌যাপনের সময়ই পুণ্যপিতা 'লাউদাতো সি' বা প্রকৃতি বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন *(২৪ মে ২০২০-২৪ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)* এবং তা যথাযথভাবে পালন করতে আহ্বান করেছেন। তাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীটি সময়োপযোগী একটি ইস্যু; যেখানে আমরা সকলে অংশগ্রহণ করতে পারি।

উপলক্ষ:

১। যথাযথভাবে 'লাউদাতো সি'/ 'প্রকৃতি বর্ষ' উদ্‌যাপন

২। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

৩। **স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন**

উদ্দেশ্য:

১। পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে সর্বজনীন মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে ভূ-প্রকৃতির প্রতি আমাদের যত্নশীলতা বৃদ্ধি এবং সৃষ্টির যত্নের জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২। দেশ ও সরকারের পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে সহায়তা করে দেশকে সবুজ, সতেজ ও ফলজ করতে অংশ নেওয়া।

৩। বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ সংরক্ষণ করা।

বৃক্ষরোপণের কর্মসূচীর লক্ষ্যণীয় দিক

১। সারাদেশের খ্রিস্টানগণ এ কর্মসূচীতে অংশ নিবে। বাংলাদেশে কাথলিক খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা ৪ লাখ। ১ ব্যক্তি ১টি গাছ এই নীতিতে কাথলিক মণ্ডলী সমগ্র বাংলাদেশে ৪ লাখ বৃক্ষরোপণ

করবে। বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশভিত্তিক খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ -৮২,৯৪৬জন, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ -৩২,০৪৬জন, খুলনা ধর্মপ্রদেশ -৩৪,৫২৪জন, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ -৮২,০০৩জন, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ -৬৪,০১৫ জন, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ -৬২,০৮২জন, সিলেট ধর্মপ্রদেশ -১৯,৬২২জন এবং বরিশাল ধর্মপ্রদেশ -১৮,৫৯৬জন।

২। **দেশীয় ফলজ গাছ রোপণ করা:** যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আমলকি, নারিকেল, আমড়া, পেয়ারা, জলপাই, তাল, চালতা, কামরাঙ্গা, বেল, সফেদা, খেজুর, বড়ই, লেবু, জাম্বুরা ইত্যাদি।

৩। **প্রয়োজনীয় টেকসই বৃক্ষ,** যেমন; নিম, সেগুন, শিলকড়াই, জারুল, অর্জুন, তেজপাতা, দারুচিনি ইত্যাদি।

৪। বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার আগে বৃক্ষরোপণ শুরু করা। ২ বছর সময়সীমার মধ্যে এ ৪ লাখ চারা রোপণ করা হবে।

বৃক্ষরোপণের প্রস্তাবিত ক্ষেত্র:

১। ধর্মপল্লীর কম্পাউণ্ড ২। কনভেন্ট, হোস্টেল ও গঠনগৃহসমূহ ৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খোলা জায়গা

৪। আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের খোলা জায়গা *(বিভিন্ন ক্রেডিট ইউনিয়ন, ক্লাবের খোলা জায়গা)*

৫। প্রত্যেক পরিবার বা বাড়িতে; ছাদ বাগানে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীটি স্ব স্ব ধর্মপ্রদেশের ও কারিতাস বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে। ধর্মপ্রদেশ স্থানীয় পরিস্থিতি ও বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করে জনসংখ্যা অনুপাতে বৃক্ষরোপণের সংখ্যা নির্ধারণ করবেন। স্থানীয় মাণ্ডলিক এনজিও ও সদিচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সম্পৃক্তকরণের মধ্যদিয়ে বৃক্ষের চারা যোগাড়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন কমিটি

১। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ (চেয়ারম্যান)

২। মি. অতুল ফ্রান্সিস সরকার (আহ্বায়ক)

৩। মি. রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও

৪। ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু

৫। ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া

৬। মিসেস গীতি বাড়ৈ

উল্লেখ্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা, উপদেষ্টা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সবসময় বাস্তবায়ন কমিটির সাথে আছেন।

কাথলিক বিশপ সম্মিলনী সেন্টারে (সিবিসিবি) ৪ লাখ বৃক্ষরোপণের শুভ উদ্বোধন:

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সহ-সভাপতি ও কারিতাস বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট বিশপ জের্ভাস রোজারিও'র সভাপতিত্বে ১৪ আগস্ট, শুক্রবার বিকাল ৫:৩০ মিনিটে ঢাকার মোহম্মদপুর সিবিসিবি সেন্টারে "৪ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর" শুভ উদ্বোধন করেন ঢাকার আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন ডাইয়োসিসের সম্মানিত বিশপগণ, কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, কারিতাস বাংলাদেশের নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন রোজারিওসহ কিছু খ্রিস্টান মিশনারী শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকার আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও বলেন, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে এবং এই জনগণের বহুবিদ চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বন ও বৃক্ষ ধীরে-ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দিচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় সচেতন মহল প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ওপর জোর দিচ্ছে। খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস সকলকে প্রকৃতির যথাযথ যত্ন নেবার আহ্বান জানিয়ে ৫ বছর আগে 'লাউদাতো সি' বা 'তোমার প্রশংসা হোক' নামে একটি সর্বজনীন পত্র লেখেন। এর ৫ম বর্ষপূর্তিতে পোপ মহোদয় *(২৪ মে, ২০২০-২৪ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দকে)* 'লাউদাতো সি'/ 'প্রকৃতি ও পরিবেশ বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। পোপ মহোদয়ের 'প্রকৃতি-পরিবেশ' বর্ষ ঘোষণার আগেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত সিবিসিবি এর অধীনস্থ কেন্দ্রীয় কমিটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছে। তাই বিশ্বজনীন মণ্ডলী ও দেশের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী ৪ লাখ বৃক্ষরোপণের মধ্যদিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নে ও দেশের উন্নয়নে কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পারবে বলে তিনি আশাবাদী।

প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ঢাকার মোহম্মদপুরের সিবিসিবি চত্বরে জলপাই, সফেদা ও জাম্বুরার তিনটি চারা রোপণের মধ্য দিয়ে ৪ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর শুভ সূচনা করেন। উল্লেখ্য বৃক্ষরোপণের এ কর্মসূচীটি ২০২০-২০২১

খ্রিস্টাব্দ সময়সীমার মধ্যে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী ও কারিতাস বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। বৃক্ষরোপণের এই মহতী উদ্যোগে সকলকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান বিশপ জের্ভাস রোজারিও।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

রমনা ক্যাথিড্রালঃ গত ২২ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা

মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এবং সহকারী বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ ও উক্ত ধর্মপ্রদেশের কাউন্সিলরগণ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন একটি জলপাই চারা রোপণের মধ্যদিয়ে। পরবর্তীতে ১২ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে রমনা ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ ও অন্যান্যরা আরো ৭৫টি ফলজ; আম, লেবু, জাম্বুরা ইত্যাদি চারা রোপণের মধ্য দিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে শরীক হন। উল্লেখ্য ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভাওয়াল ও আঠারোগ্রাম ধর্মাঞ্চলের পুরোহিতগণ একসাথে বসে বৃক্ষরোপণ বিষয়ক আলোচনা করেছেন এবং শিঘ্রই রোপণে যাচ্ছেন।

খুলনা ধর্মপ্রদেশঃ ৯ ও ১৯ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী ও ধর্মপ্রদেশের ফাদারগণ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। দু'টি আম গাছের চারা রোপণের মধ্যদিয়ে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী। তিনি ধর্মপ্রদেশের সকল খ্রিস্টভক্তদের বিশেষভাবে যুবকদের আহ্বান করেন যেন এই শুভকাজে সকলে অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ : গত ৬ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে 'লাউদাতো

সি' বর্ষকে বাস্তবায়ন এবং পরিবেশ যত্নে ও তার উৎকর্ষতা সাধনে লক্ষ্যে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং কলিমনগর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও ছাদে এবং কবরস্থানে বৃক্ষ রোপণের মধ্যদিয়ে মহতী উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশপ জের্ভাস রোজারিও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং খ্রিস্টযাগে আমাদের কর্মে ও প্রকৃতির সেবায় প্রভুর প্রশংসা করার আহ্বান রাখেন। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে উক্ত ধর্মপল্লীর কিছু সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

বরিশাল ধর্মপ্রদেশ : গত ১৮ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল

ধর্মপ্রদেশের পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর ক্ষুদ্র বিসিএসএম ইউনিট এর সহায়তায় ২৫টি ফলজ ও বনজ গাছের চারা সেন্ট আলফ্রেড স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ ক্যাম্পাসে রোপণ করে। তাদের এই কর্মসূচীর মূলভাব ছিল- "আমরা পাদ্রীশিবপুর বিসিএসএম, গাছ লাগাই, পরিবেশ বাঁচাই।" মূলত "করোনায় আমাদের ও বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয়"এর অংশ হিসেবে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মসূচীটি বাস্তবায়নে

সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন ফাদার মাইকেল ম্রং সিএসসি এবং এতে বিসিএসএম এর সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফাদার মৃণাল উপস্থিত সকলকে ব্যক্তিগত ও সমন্বিতভাবে 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী'টি বাস্তবায়নের আহ্বান রাখেন।

সিলেট ধর্মপ্রদেশ : 'প্রকৃতি ও পরিবেশ' বর্ষ উদ্‌যাপন এবং বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক ৪ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী'কে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিলেট ধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধেয় বিশপ

বিজয় এন ডি'ক্রুজ বিশপ হাউজে কয়েকটি মেহগনি এবং কাঁঠাল গাছের চারা রোপণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাইয়োসিসে 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী' বাস্তবায়নের সূচনা করেন। একইসাথে উপস্থিত খ্রিস্টভক্তদের কর্মসূচীটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন।

উপসংহার : এভাবেই বাংলাদেশ মণ্ডলী কর্তৃক ঘোষিত "বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীটি" একে-একে সকল ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে বিশপদের নেতৃত্বে, পুরোহিত এবং খ্রিস্টভক্তদের সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং আগামী দিনগুলোতে আরো সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে। একদিকে কাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত এই কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের যত্নের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন 'সবুজ বিপ্লব' এর বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করারই ক্ষুদ্র একটি উদ্যোগ। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর '১ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী' এবং বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক '৪ লাখ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী' বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে অভিন্ন এই আবাসভূমি হয়ে ওঠুক সবুজ বনায়নের অসাম্প্রদায়িক এক মাতৃভূমি। একই সাথে বাংলাদেশে বসবাসরত কাথলিক খ্রিস্টভক্তদের 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী' বাস্তবায়নে সফলভাবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই ॥

বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা

সপ্তর্ষি

বঙ্গদেশে ব্রিটিশের যত অরাজকতা
মানতে পারিনি তুমি নিরবে সব,
জাগালে বাঙালির প্রাণে নবশক্তি
মুক্তির স্বাদ পেতে সবার জীবনে।

বন্ধু হয়ে প্রতিটি বাঙালি মানুষের
পনেরই আগস্ট বজ্রকণ্ঠে শোনালে,
বিবেক জাগালে যুবা-বৃদ্ধের মাঝে
রক্তের বিনিময়ে দেশকে মুক্ত করতে।

পিতার ন্যায় স্বপ্ন দেখালে সবাইকে
পরাধীনতা নয় স্বাধীনভাবে বাঁচতে,
বাংলা মায়ের ভাষায় কথা বলতে
সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে।

বুলেটের আঘাতে বুকের তাজা রক্তে
সাহসী নারীর স্বামী-সন্তানের গড়া
বাংলার লাল-সবুজের সেই পতাকা
স্থান করে নিয়েছে বিশ্বের মানচিত্রে।

আজ নেই তুমি এই বাংলার বুকে
আছে কত স্মৃতি তোমাকে ঘিরে,
বাংলার মানুষের কাছে এক মহীয়ান
তুমি ওগো বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা।

বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব

(৬ পৃষ্ঠার পর)

সরকার হাতে নিয়েছে। এ উদ্দেশে ১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালিত হয়। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য এই বৃক্ষরোপণ অভিযানের সময় এবং পরে অধিক বৃক্ষরোপণ করে সরকারের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা। কেননা জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া মুষ্ঠিমেয় সরকারী কর্মচারীর পক্ষে এ বিরাট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই আমি দেশের জনপ্রতিনিধি, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, সমাজসেবী ও আপামর জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি, তারা যেন নিজেদের এলাকায় স্কুল-কলেজ, কল-কারখানা, রাস্তা-ঘাট এবং বাড়ি-ঘরের আশেপাশে যেখানেই সম্ভব মূল্যবান গাছ লাগিয়ে এবং তার পরিচর্যা করে সরকারের এই প্রচেষ্টাকে সফল করে।"

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার বঙ্গবন্ধুর সেই 'সবুজ বিপ্লব' সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোন-কোন ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। প্রতিবছর জাতীয়ভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হচ্ছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং পরিবেশ ও বৃক্ষমেলা উদ্‌যাপন করে দেয়া হচ্ছে, "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার"

বর্তমান বছরটি প্রতিটি বাঙালির জন্য অত্যন্ত আনন্দের। গৌরবান্বিত বোধ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে। যদিও বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে সরকার গৃহিত অনেক আনন্দ উৎসব আয়োজন স্থগিত করা হয়েছে বা সীমিত আকারে পালিত হচ্ছে। কিন্তু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে পালন করা হচ্ছে। সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, অন্তত এক কোটি গাছের চারা রোপণ করা হবে। আর এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর খ্রিস্টভক্তগণও সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে চার লাখ গাছের চারা রোপণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। আমরাও বঙ্গবন্ধুর "সবুজ বিপ্লব" এর অংশীদার হয়ে মাতৃভূমির উন্নয়নে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ॥ ✍

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে দেশীয় ফলজ গাছ

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে এবং এই জনগণের বহুবিদ চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বন ও বৃক্ষ ধীরে-ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন দুর্যোগ হানা দিচ্ছে। এমনিতর অবস্থায় সচেতন মহল জোর দিচ্ছে যাতে করে বনাঞ্চল বৃদ্ধি করা হয়। সে লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দেওয়ার হচ্ছে। সরকারিভাবে পরিকল্পিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে সবুজ, সতেজ ও ফলজ করতে দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন। একই সাথে এ বছর পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র "লাউদাতো সি" রচনার পঞ্চবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। উদ্‌যাপনের সময়ই পুণ্যপিতা 'লাউদাতো সি' বা 'প্রকৃতি বর্ষ' ঘোষণা করেছেন এবং তা যথাযথভাবে পালন করতে আহ্বান করেছেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের বাড়ি ও এলাকাকে বাস উপযোগী করে তুলতে; প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি যত্নবান হই। তাই আসুন বেশি করে গাছ লাগাই, পরিবেশকে রক্ষা করি।

বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ। তাই তো ষড়ঋতুর সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে আকাশে-বাতাসে এবং প্রাকৃতিক মূল্যবান ফলমূলের গন্ধ-সুবাসে। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষা জুড়েই হরেক রকমের মৌসুমী ফলের সমাহার দেখা যায়। এছাড়াও শীতকালীন বেশকিছু ফল রয়েছে। শুধু ফল বলছি কেন! বলতে হবে রসালো ফলে। আবার ফলমূল শুধু খেতেই যে সুস্বাদু তা নয়; যথেষ্ট রঙিনও বটে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ার কারণে এই দেশে বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন ফলের সৌন্দর্যই আলাদা। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ও খাদ্য চাহিদা পূরণে ফলের ভূমিকা অপরিসীম। খনার বচনে আছে, 'বারো মাসে বারো ফল, না খেলে যায় রসাতল।' ফলমূল শুধু সুস্বাদু নয়; রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রোগ হলে তো ঔষধ খেতেই হয়। তবে রোগ ঠেকাতে কাজে দেয় কিছু ফল। এসব ফলমূল খুব সহজলভ্য। মৌসুমি ফলগুলো অসুখ থেকে বাঁচায়। অনেক সময় স্বস্তিও দেয়। তাই আসুন বেশি করে ফলের গাছ লাগাই। ফলও পাবো, কাঠও পাবো। তাই বলা হয়ে থাকে, 'রোপণ করলে ফলের চারা, আসবে সুখের জীবনধারা। অর্থ-পুষ্টি-স্বাস্থ্য চান, দেশি ফল বেশি খান। ফল বৃক্ষের অশেষ দান, অর্থবিত্তে বাড়ান মান। ফল খেলে জল খায়, যম বলে আয় যাই। দেশি ফলে বেশি পুষ্টি, অর্থ-খাদ্যে পাই তুষ্টি।' তাই তো কবিতার ছন্দে আছে, 'আম লাগাই, জাম লাগাই। কাঁঠাল সারি সারি-। বারো মাসের বারো ফল। নাচে জড়াজড়ি।' বাংলা খনার বচনে পাই, 'নিত্যি-নিত্যি ফল খাও। বদ্যি বাড়ি নাহি যাও।'

কাঁঠাল: আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল। কাঁঠাল নাকি গুঁফো মানুষের খাবার। বাংলা প্রবাদে বলা হয়েছে, 'গাছে কাঁঠাল থাকবে আর আপনি গোঁফে তেল দিতে-দিতে খাবেন! গোপাল ভাঁড় একদিন গোঁফে তেল মেখে রাজদরবারে হাজির। মহারাজ বললেন, 'কী হে, গোঁফে তেল মাখছ যে বড়!' গোপাল বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'মহারাজ, দরবারে আসতে-আসতে দেখলুম গাছে কাঁঠাল ঝুলে আছে। আপনার অনুমতি ছাড়া কীভাবে.....' সেই থেকে নাকি প্রবাদই হয়ে গেল 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' কাঁঠাল শুধু জাতীয় ফল নয়; কাঁঠাল গুণের রাজা। কাঁঠালে ভিটামিন 'এ' 'সি' 'বি-১' ও 'বি-২' রয়েছে। এছাড়াও পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামসহ নানারকম পুষ্টি ও খনিজ উপাদান রয়েছে।

আম: জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে আম। পাকা আম কুড়ানোর যে সুখ, সেটা ওই আষাঢ়েই। উথাল-পাথাল বৃষ্টিতে ভিজে এ গাছের তলা থেকে সে গাছের তলায় ছুটে বেড়ানোর দিন। কাঁচাআমের আচার অন্যদিকে আমের সাথে লবণ, কাঁচামরিচ, কাসুন্দী মাখালে তো কথায় নেই! আম হচ্ছে ফলের রাজা। বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ আম গাছ। অন্যদিকে আম তিনটি দেশের জাতীয় ফল। পাকিস্তান, ভারত আর ফিলিপাইন। শুধু স্বাদ আর গন্ধেই নয়, আমে রয়েছে পুষ্টিগুণ ভরা। আমে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ ও ভিটামিন 'এ' 'সি' ও 'বি৬' রয়েছে। তাছাড়া পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকায় এসিডিটি, মাসল ক্যাম্প, স্ট্রেস ও হার্টের সমস্যায় উপকারী। গরমের সময় সর্দিতে আম কার্যকরী। হজমের দুর্বলতা কমাতে সহায়ক। যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

জাম: গ্রীষ্মের ফলগুলোর মধ্যে শব্দের মিল আছে। আম-জাম। লবণ, কাঁচামরিচে জাম ফেলে চটকে খেতে দারুণ মজা। আরও স্বাদ লাগে জাম মাখানো খাওয়ার শেষে ঝোলটুকু খেতে। আহা, কী স্বাদ! রোগ নিরাময়ে জামের ভেষজ গুণ অনেক। জামের বীজও ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খনার বচনে বলে, 'শাল সত্তর আসন আশি। জাম বলে পাছেই আছি।' 'জাম খাবে গো জাম খাবে/ মুখটি করে লাল/ বেগুনী শাঁসের এ ফলটিতে/ রক্ত হবে লাল।'

লিচু: লিচু বেশ পুষ্টিকর ও লোভনীয় ফল। ফলের রসালো অংশ তৃষ্ণা মেটাতে সাহায্য করে। থোকায়-থোকায় লিচু দেখতেও ভারি সুন্দর। তাই কবি বলেছেন, 'স্বাদে গন্ধে রূপে গুণে/ লিচুর তুলনা ভার/ থোকায় থোকায় লিচু ধরে/ কী সুন্দর বাহার।'

আনারস: আনা+রস। নামের মধ্যে রস যুক্ত আছে। বলতে পারেন আনারসের চোখ কয়টা! আনারস পুষ্টিকর সুস্বাদু ফল। রসে টইটুম্বর। আনারসে রয়েছে প্রচুর এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান। যেগুলো শরীরের কোষকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। আনারস জ্বর ও জণ্ডিস রোগের জন্য বেশ উপকারী।

পেয়ারা: পেয়ারাকে আমরা গ্রাম্যভাষায় বলতাম 'সবরি' কেউ বলে 'গয়া'। ইয়ার্কী করে বলা হয়, 'যে না তোমার চেহারা, নাম রাখছে আবার পেয়ারা, 'কাঁচা পাকা ছোটো বড়ো/ নানা জাতের পেয়ারা/ পেট ভরা ভিটামিন তার/ শুনে রাখো সোনারা।'

আষফল: থোকায়-থোকায় লিচুর মতোই গাছে ঝুলে থাকে আর দেখতেও অনেকটা লিচুর মত। খোসা ছাড়ালে রসালো পুরু শাঁস; মুখে পুরলে মনে হবে যেন লিচুই খাচ্ছি। এটি আমিষ ও চিনি সমৃদ্ধ সুস্বাদু ফল। আষফল শারীরিক দুর্বলতা, স্ট্রোকের ঝুঁকি এবং অবসাদ দূর করতে দারুণ কার্যকরী। হৃদযন্ত্র সুরক্ষা এবং সক্রিয় রাখতে আষফল উপকারী ভূমিকা পালন করে। আষফলে থাকা লৌহ দেহের ক্ষয়পূরণে সহায়ক। দেহের মাংসপেশীর ক্ষয়রোধ করতে খুবই উপকারী। আষফলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা ও ভিটামিন সি আছে।

বাঙ্গি: বাঙ্গি স্বাস্থ্যকর ফল। পাকা বাঙ্গিতে রয়েছে মৌ-মৌ সৌরভ। বাঙ্গির অনেক গুণ। কাঁচা বাঙ্গি সবজি হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়। বাঙ্গিতে আমিষ, ফ্যাটিক অ্যাসিড ও খনিজ লবণ আছে। মূত্রস্বল্পতা কিংবা ক্ষুধামন্দা দূর করে। রসালো ফল

হিসেবে এ ফলের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এর পুরোটাই জলীয় অংশে ভরপুর।

জামরুল: রসালো ও হালকা মিষ্টি জামরুল গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায়। বর্তমানে সাদা, খয়েরি, লাল ও হালকা গোলাপি রঙের জামরুল দেখা যায়। বহুমূত্র রোগীর জন্য জামরুল অনেক উপকারী। 'জামরুল খোসা নেই/ গোটাটাই শাঁস/ খোসাসহ খেতে হয়/ মেটে পানির আশ।'

পেঁপে: পেঁপে একদিকে যেমন সবজি, অন্যদিকে ফল। পেঁপে নানা উপকারী উপাদানে ভরপুর। পেঁপে দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারে ভূমিকা রাখে। পেঁপে কোলন ও প্রোস্টেট ক্যানসার প্রতিরোধে এটি উপকারী। তাই বলা হয় 'রোজ-রোজ পেঁপে খাও/ কাঁচা পাকা যেমনই/ বেড়ে যাবে আয়ুটাই/ পেঁপের গুণ এমনই।'

বরই: পুষ্টিবিদেরা বলেন, বরইতে আছে প্রচুর ভিটামিন 'সি' আর খনিজ উপাদান। এছাড়াও বরইতে রয়েছে পুষ্টিগুণ। বরই দাঁতের জন্য খুব ভালো। আসলেই বরই বড়ই গুণের। 'বিলেতি বরই নারকেল কুল/ কিংবা দেশি কুল/ টক-মিষ্টি মিলিয়ে কুলের/ নেইকো কোনো তুল।'

তাল: তাল অতি পরিচিত ফল। যদিও তাল ভাদ্র মাসে পাকে। তবে কাঁচা/কচি তালের শাঁস বেশ মজা। এটি রসালো বলে শরীরে শীতল আমেজ আনে। অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের পাশাপাশি এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম আছে। পাকা তালের বড়া যেন হৃদয় হরা। খুব মজা। আসলেই তাল স্বাদে-গন্ধে বেতাল। আর কবিতাটা 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে/ সব গাছ ছাড়িয়ে/ উঁকি মারে আকাশে।'

বেল: কাউকে-কাউকে আমরা তাচ্ছিল্য করে বলি, 'তোর বেল নাই।' আবার নেড়া মাথা একবারই বেল তলায় যায়।' কিন্তু বেলের গুণের শেষ নেই। বেল পেটের নানা অসুখ সারাতে অত্যন্ত কার্যকর। কোষ্ঠকাঠিন্য ও আমাশয় সারাতে বেল খুব উপকারী। বেলে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ, যা মুখের ব্রণ সারাতে সাহায্য করে। যাদের পাইলস্ আছে, তাদের জন্য নিয়মিত বেল খাওয়া উপকারী। 'শক্ত পুরু খোসার ভিতর/ শাঁস থাকে বেলে/ পেটের নানান অসুখ সারে/ বেলের শরবত খেলে।'

জলপাই: জলপাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। জলপাই প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' আছে। সর্দি, জ্বর ইত্যাদি দূর করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে। জলপাই রক্তের চিনি নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে। 'জলপাইয়ের স্বাদ টক/ সবুজ রঙে গড়া/ আচারে তুলনাহীন/ তেলটি দামে চড়া।'

কতবেল: নুন-ঝাল দিয়ে কতবেল মাখা খেয়ে দেখেছেন? স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। পুষ্টি বিচার করলেও কতবেলের জুড়ি নেই। কথায় আছে, কতবেল খেলে ওষুধের খরচ কমে। কারণ, কতবেলের অনেক গুণ। কতবেলের খুব মজার শরবত হয়।

জাম্বুরা: জাম্বুরা খেলে গরমের রোগবালাই দূরে থাকে। বার্ধক্য দূরে ঠেলতে ও ইনফেকশনের সমস্যা (প্রধানত ত্বক, মুখ, জিভ) দূর করতে এই ফল রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যেকোন চর্মরোগ, ফোড়া ও ঘায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই ফল। কখনো রোগ নিরাময়ে, কখনো রোগ প্রতিরোধে এবং শরীরের ঘাটতি পূরণের জন্য জাম্বুরা খুব কার্যকর।

কামরাঙ্গা: এতক্ষণ যে সব ফলের কথা বলেছি সেখানে ছিল রসযুক্ত। এখন কাম+রাঙ্গা অর্থাৎ রঙিন। আসলেই কামরাঙ্গা শিল্পগুণে অন্যন্য রঙিন। সুস্বাদু ও উপকারী। এটি টক-মিষ্টি জাতীয় ফল। 'পাঁচটি শিরাযুক্ত কামরাঙ্গা ফল/ ভরা রস ও শাঁসে/ হালকা হলুদ এই ফলটি/ পাকে ভাদ্র মাসে।'

চালতা: চালতা টক জাতীয় ফল। জ্বর, ঠান্ডা, কাশি উপশমে চালতা অনন্য। চালতার রয়েছে বিশেষ ঔষধি গুণাগুণ। 'চালতার আচার দারুণ মজা/ যখন খুশি খাই/ চালতা নামের ফলটি মোরা/ বর্ষকালে পাই।' চালতা ডাল দিয়ে খেতেও সুস্বাদু। চালতা ফুল খুব সুন্দর।

কাউফল: কাউফল গোলাকার আকৃতির। কাঁচা অবস্থায় সবুজ রঙয়ের এবং পাকলে হলুদ বা কমলা রঙ ধারণ করে। স্বাদে টক জাতীয়। কাউফলে আছে প্রচুর ভিটামিন 'সি' যা ত্বকের জন্য অধিক উপকারী।

বিলিম্বি: বিলিম্বি ফল স্বাদে টক। তাই চৈত্রের দুপুরে কাঠফাটা রোদে এই ফল নুন দিয়ে চিবোতে বেশ লাগে। বিলিম্বি দিয়ে টক ডাল রান্না ও আচার বানানো যায়। বিলিম্বি বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ সারাতেও কাজে লাগে। কাপড়ের দাগ তুলতে এই ফল ব্যবহার করা যায়। আর কাপড় লাল রঙে রাঙাতে ব্যবহার করা হয় এই ফলের ফুল।

ডালিম: স্বাদে ও গুণে অনন্য ডালিম। ডালিম রক্তে চিনির মাত্রা ঠিক রাখে। 'ডালিম খেলে মেধা বাড়ে/ গায়ে বাড়ে বল/ আরো বাড়ায় মুখে রুচি/ এটা এমন ফল।'

সফেদা: সফেদা অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর একটি ফল। সফেদা ফলটি শুধুমাত্র এর স্বাদ ও গন্ধের জন্যই সমাদৃত নয়। সফেদা ফলের রয়েছে অনেক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য উপকারিতা। 'সফেদা হল গোলাকার ফল/ মিষ্টি এবং শাঁসালো/ বাদামি রঙের এই ফলটি/ পুষ্টিকর ও রাসালো।'

তরমুজ: তরমুজ কেবল খেতেই সুস্বাদু নয়, শরীর-স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। যারা ওজন কমাতে চান, তাঁদের জন্য তরমুজ আদর্শ খাবার হিসেবে বিবেচিত। আমাদের দেশে অতি পরিচিত এবং প্রিয় ফল। অতিরিক্ত ঘাম এবং তৃষ্ণা দূর করতে তরমুজের রস খুবই কার্যকর। কাজের কারণে ক্লান্তি যতই আসুক তরমুজের রস খেলে অল্প সময়েই ক্লান্তি দূর হয়। তরমুজের বীজ বেটে ঠান্ডা পানিতে চিনিসহ খেলে যকৃত পরিষ্কার থাকে। তরমুজের জুস দারুণ খেতে।

গাব: সুস্বাদু গাবের অনেক পুষ্টিগুণ। গাবে থাকা ক্যালসিয়াম হাড়কে মজবুত করে। রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও গাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাবের ফসফরাসসহ নানা খনিজ উপাদান হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়।

পানিফল: পানিফল পুষ্টিতে ভরপুর। এই ফলটিতে প্রচুর ক্যালরি পাওয়া যায়। যদিও নামের সাথে ফলের যথেষ্ট মিল রয়েছে। পানিফল পানিতেই ভরা। মানবদেহে খাদ্য উপাদানের মধ্যে ভিটামিন ও মিনারেলসের অন্যতম উৎস হল ফলমূল।

আমলকি: কোনকিছু কেনার সময় প্রায়ই বলতে শোনা যায়, 'ভাই আগে তিতা ভাল; পরে মিঠা।' অর্থাৎ দাম বলে কয়ে নিয়ে জিনিস কেনা। এই কথাটি আমলকির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা আমরা জানি আমলকি খেতে তেতো কিন্তু খাওয়ার পরে মিষ্ট। আমলকিতে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন 'সি' বিদ্যমান। ওষুধি ফল হিসেবেই আমলকি পরিচিত।

নারিকেল: একটা ধাঁধা বলি, 'ইল শুকাইনো, বিল শুকাইলো গাছের আগায় পানি।' নারিকেল একটি সুস্বাদু ফল। নারিকেলের তেল, পিঠা, দুধ, পানি, শাঁস, নাড়ু, সন্দেহ, হালুয়া, পায়েশ আরও কত কী হয়। নারিকেলে আছে শাঁস/ মালা ভরা পানি/ নারিকেলের কোরমা হয়/ হয়ও জ্বালানি।' নারিকেল লিভারের অসুখে, হেপাটাইটিস সি, জণ্ডিসে বেশ কার্যকরী। নিয়মিত নারিকেলের শাঁস খেলে ব্রেস্ট ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটা কমে য়ায়। মানুষের ভেতর বাহিরে অবস্থা বোঝাতে অনেকে নারিকেলের উপমা দিয়ে থাকেন। 'বাহিরে শক্ত কিন্তু ভেতরে একদম নরম।' অর্থাৎ নারিকেলের মত।

কলা: কাঁচায় সবজি পাকলে ফল/ দুইভাবে যায় খাওয়া/ পুষ্টিগুণে ফলটি ভরা/ বছরজুড়ে যায় পাওয়া।' অর্থাৎ কলায় উভয়ই লাভ। তাই তো কথায় বলে 'রথও দেখা হল কলাও বেঁচা হল।'

আমড়া: কেউ 'আমড়া' বলতে গিয়ে বলে ফেলে 'আমরা'। আমড়া খেতে টক-মিষ্টি স্বাদের। আমড়ায় প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'সি', লোহা, ক্যালসিয়াম আর আঁশ রয়েছে। আমড়া হজমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুদের দৈহিক গঠনে এটি খুব দরকারি। রক্তস্বল্পতাও দূর করে।

আতা: আতা নামটা শুনলেই মনে পড়ে কবিতার কথা 'আতা গাছে তোতা পাখি। ডালিম গাছে মৌ। এত ডাকি তবু কথা কেন কও না কেন বউ।' শুধু স্বাদে নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও আতা উপকারী ফল। আতা সুস্বাদু ফল।

তেঁতুল: ভেষজ গুণাবলীতে ভরপুর

তেঁতুল। তেঁতুলের পুষ্টিমান ভালো। তেঁতুলে ভিটামিন 'সি' রয়েছে। রক্তের কোলেস্টেরল কমানো ও মেদভুঁড়ি কমাতে তেঁতুল বেশ উপকারী। রাতে ঘুমানোর আগে তেঁতুলের শরবত খেয়ে ঘুমালে ঘুম ভালো হয়। বাংলা খনার বচনে বলা হয়, 'আমে ধান তেঁতুলে বান।' অর্থাৎ আম বেশি ফললে ধান বেশি জন্মে। তেঁতুল বেশি ফললে ঝড় তুফান, বন্যা বেশি হয়।

খেঁজুর: খেঁজুরে আছে এমন সব পুষ্টিগুণ, যা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। খেঁজুর হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। রক্তপ্রবাহে গতি সঞ্চার করে। খেজুর ডি-হাইড্রেশন রোধ করে। 'মাটির হাড়ি কাঠের গাই। বছর বছর দোয়াইয়া খাই।' খেঁজুর গাছের কথা বলছিলাম। খনার বচনে বলা হয়, 'তাল বাড়ে ঝোঁপে। খেজুর বাড়ে কোপে।'

ডাব: প্রথমেই ধাঁধা। 'ডাব না খেলে কী হয়?' ডাব খুব উপকারী একটি ফল। ডাবে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' ও 'এ' রয়েছে। এই ভিটামিন দুটো ত্বক ও চুল মজবুত করে। নখকে ভঙ্গুরতা থেকে রক্ষা করে। নখে আনে ঔজ্জ্বল্য। ডাবের পানি রক্ত পরিষ্কার রাখে।

লটকন: স্বাদে গুণে অতুলনীয় লটকন। লটকনে আছে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও এনজাইম যা দেহ গঠন ও কোষকলার সুস্থতায় সহায়তা করে। লটকনে যে আয়রন রয়েছে তা রক্ত ও হাড়ের জন্য বিশেষ উপকারী।

করমচা: 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে। লেবুর পাতা করমচা যা বৃষ্টি ঝরে যা।' করমচা টক স্বাদের ফল তবে নানা গুণাবলী স্বাস্থ্য রক্ষায় উপকারী। ডায়াবেটিস ও হার্টের রোগীদের জন্য এ ফল খুব উপাদেয়। ফলটি ওজন কামাতে সাহায্য করে আর রুচিবর্ধক। স্কার্ভি, দাঁত ও মাড়ির রোগে কার্যকারী।

নোয়েল: নোয়েল রসে পরিপূর্ণ এবং স্বাদে টক। এই ফলকে 'অড়বরই' ও বলা হয়। নোয়েল ভিটামিন 'সি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ফল। নোয়েল ফলের রস ভিনেগার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

তুঁতফল: তুঁতফল টক-মিষ্টি জাতীয়। এই ফলের বেশকিছু ঔষধি গুণ আছে। তুঁতফল ক্যানসার প্রতিরোধী। এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার জন্য পাকা তুঁতফল বেশ উপকারী।

বেতুল: ঝোঁপ-ঝাড়ে এই ফল বেশি পাওয়া যায়। বেতুলকে বেত ফলও বলা হয়। দাঁতের গোড়া শক্ত করে, শুক্রাণু বৃদ্ধি ঘটায়। মূত্র সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ নিরাময় করে। বেতুল ফল পুষ্টিকর ও সুস্বাদু।

ডেউয়া: ডেউয়া ফল। খুব বেশি রসালো না হলেও খেতে টক-মিষ্টি। ডেউয়া ফলকে অনেক বলে ছোট কাঁঠাল। কাঁঠালের মতোই ছোট ছোট কোয়া ভরা আর পাকলে কমলা রঙের। ভিটামিন 'সি' ও ক্যালসিয়ামের আঁধার বলা হয় ডেউয়া ফলকে। ত্বকের খসখসে ভাব দূর করে। এ ফল খেলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায়, 'আ-হা! ফলের কী জৌলুস আর পুষ্টিগুণে ভরপুর।' আজকাল মৌসুমী ফলে হাট-বাজারের ডেরা ভরে ওঠে। কোথাও-কোথাও ফলের মেলাও বসে। বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতার আগমনে পরিণত হয় জনসমাবেশের। সে এক অপার্থিব সৌন্দর্যও বটে। মৌসুমী ফলের আনাগোনার সময়কে বলা হয় মধুমাস। মধুমাসে মানুষের খাবারের তালিকায় ওঠে আসে মৌসুমী ফলমূল। গ্রীষ্মকালের ফল হলেও সেগুলো বর্ষা অবধি পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠের কাঠফাঁটা রোদে আর গরমে আম-কাঁঠাল পাকায়। তাই জ্যৈষ্ঠের শুরু থেকে আষাঢ় পর্যন্ত হরেক ফলের স্বাদ মেলে। মৌসুমী ফলে পানির পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এতে উচ্চ মিনারেল ও আয়রন রয়েছে। যা শরীরের জন্য অনেক উপকারী। এগুলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। তাই আসুন বেশি করে দেশীয় ফলের গাছ লাগাই।

তথ্যসূত্র

১. *হক, সানাউল: খাদ্যভুবন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।*

২. *https://www.prothomalo.com*

৩. *https://akkbd.com/বাঙালি-খাদ্যের-অজানা-কথা/মৌসুমী-ফলের পুষ্টিগুণ-ও-উপকারিতা*

৪. *https://pranerbangla.com//life-style/article/রঙিন-রসাল-ফলের-দিন।*

বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনায় মুক্তি

জিসান উইলিয়াম রোজারিও

বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থানায় মুক্তি, যে কেউ বিশ্বাস ভরা মন নিয়ে ঈশ্বরের কাছে কিছু যাচনা করে সে অবশ্যই তা পাবে। প্রবক্তা যোনার কাহিনি আমাদেরকে তা মনে করিয়ে দেয়। প্রভু নিনিভে নগরীকে রক্ষা করার জন্য যোনাকে প্রবক্তা হিসেবে পাঠাতে চাইলেন।

কিন্তু যোনা ঈশ্বরের কথাকে অমান্য করে তার্সিসে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। সমুদ্র পথে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড ঝড় যোনার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। আর এই ঝড় ঈশ্বর নিজে থেকে নামিয়েছিলেন যেন যোনা তার কাছ থেকে কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে। ঈশ্বরের পরিকল্পনাতে ছিল যে যোনাকে একটি বড় মাছ গিলে ফেলবে, আর ঠিক তাই হল যখন সমুদ্রের ঝড় কোন মতেই থামছিল না তখন জাহাজের নাবিকরা জাহাজ থেকে সব জিনিস সমুদ্রে ফেলে দিতে লাগল, তাতেও যখন ঝড় থামছিল না তখন যোনা নাবিককে বলল যেন তাকে সমুদ্রে ফেলে দেন। আর ঠিক যখনই তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল সাথে-সাথেই ঝড় থেমে গেল। যোনাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার পর একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। যোনা সেই মাছের পেটে তিনদিন-তিনরাত ছিল। তারপর মাছটি তাকে নিনিভে নগরীতে সাগরের ধারে ফেলে গিয়েছিল। যোনা তখন গভীর বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করলেন,

"আমার সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম
আর তিনি সাড়া দিলেন আমায়
পাতালের গভীরতম স্থান থেকে চিৎকার করলাম
আর তুমি শুনলে আমার কণ্ঠস্বর"

বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনার ফলে যোনা মুক্তি পেয়েছিলেন। মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে *(৯:২০-২২)* দেখতে পাই **১২** বছর ধরে রক্তস্রাবে ভোগা একজন স্ত্রীলোক সুস্থ হয়েছিল। স্ত্রীলোকটি বিশ্বাস করেছিল যদি সে যিশুর পোশাকের ধারটুকু স্পর্শ করতে পারে তাহলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। যিশু ফিরে তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "সাহস ধর, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করে তুলুক " আর তাই হল স্ত্রীলোকটি তখনই সুস্থ হয়ে উঠল। যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারে *(১১:১-৬)* বিশ্বাসের আরেকটি দৃষ্টান্ত পাই আর তা হচ্ছে লাজারের পুর্নজীবন লাভ। মার্থা ও মারীয়ার বিশ্বাস দেখো যিশু লাজারকে মৃত্যুর চারদিন পর জীবিত করে তুললেন।

বিশ্বাসের এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাই। ঠিক একই বিশ্বাস নিয়ে আমরা যদি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাই তিনি অবশ্যই তা পূরণ করবেন। কিন্তু আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন আমাদের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে না। বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে বর্তমান বৈশ্বিক করোনা মহামারী। এই কঠিন অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিশ্বাসপূর্ণ মন নিয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা। প্রার্থনা করা ছাড়া এই ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার বিকল্প কিছু নেই। কারণ এখন ও পর্যন্ত এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন কোন দেশই আবিষ্কার করতে পারেনি। করোনার ভয়ঙ্কর ছোবলে ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী লাখ-লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এবং মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে আরো অনেক মানুষ। চারিদিকে এক গভীর আতঙ্ক বিরাজ করেছে। অনেকেই বেকার হয়ে পড়ছে, ক্ষুধার জালায় অনেকেই হিংস্র হয়ে যাচ্ছে। এই কঠিন সময় থেকে পার হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় ও মন নিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তাহলেই বিশ্ব করোনার গ্রাস থেকে তাড়াতাড়ি নিরাময় লাভ করতে পারবে।

বঙ্গবন্ধু: স্বপ্ন দেখানো স্বাধীন বাঙালি

লিটন ইসাহাক আরিন্দা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস একটি দেশ স্বপ্ন দেখানো একজন বীর। এই বাংলাদেশে দল-মত নির্বিশেষে তিনি সবার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার এক জীবন্ত গোলাপ, এক নক্ষত্র। তার বুকে ছিল এক সাগর ভালোবাসা এই বাংলার মানুষ পেয়েছিল এক মহানায়ক, তার অশ্রু ঝরছিল এক স্বাধীন বাংলাদেশ দেখা, যে মানচিত্র ছিল বুকের গভীরে আঁকা এক স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতার পর পাক-হানাদার বাহিনীর বন্দীশালা থেকে ফিরে বঙ্গবন্ধু প্রথম যেদিন স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলেন, তিনি সেদিন তার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলা, মাটি ও মানুষ, রক্ত ও লাশ দেখে নিজেকে সামলাতে পারেননি। কেঁদেছিলেন। দিনটি ছিল ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আসা বিমান তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রিয় নেতাকে বরণ করতে আসা মানুষের মুখে-মুখে প্রতিধ্বনিত হয় জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান। আকাশে-বাতাসে সে শব্দ-সুরের সঙ্গে যেন বলে, আমৃত্যু বাংলার মানুষকে প্রাণ ভরে ভালোবাসার মানুষটি তোমাদের মাঝে এসে গেছে।

বঙ্গবন্ধু বিমান থেকে নামলে তাকে ফুল আর অশ্রু দিয়ে বরণ করেন তাজউদ্দীন আহমেদ। তিনি তাঁকে বুকে চেপে ধরেন। উভয় নেতাই কাঁদতে থাকেন শিশুর মতো। কী এক অসাধারণ দৃশ্য। যারা ছিলেন উপস্থিত, তাদের হৃদয়পটে আজও সে দৃশ্য উজ্জ্বল এক স্মৃতি হয়ে ঘুরে বেড়ায় মানুষের হৃদয়ে। দীর্ঘপথ পেরিয়ে, অনেকটা মৃত্যুর মুখ থেকে যখন আপন সন্তান ফিরলেন, তখন একজন পিতা তো আর বসে থাকতে পারেন না। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান এসেছিলেন ভালোবাসা, মমতা আর অশ্রু নিয়ে আপন সন্তানকে এক নজর দেখতে ছুটে এসেছিলেন। শেখ লুৎফর রহমান এমন একজন পিতা, যিনি তার সন্তানকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত খাঁটি দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এমন একজন আদর্শ পিতা, ন্যায়ের পক্ষে থেকে অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াতে সব সময় আপন সন্তানকে সমর্থন দিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন। ছেলে বার-বার নির্যাতিত হয়েছেন, জেলে গিয়েছে। কিন্তু পিতা বড় মুখ করে বলেছেন, আমার ছেলে ন্যায়ের জন্য লড়াই করে জেলে গেছে। পিতা এমন না হলে কী সন্তান আজ গণমানুষের মহানায়ক হতে পারেন? না, পারেন না।

বঙ্গবন্ধু আগমনে উপস্থিত জনতার ঢলে ভেসে যাচ্ছিল বিমানবন্দর। সেখান থেকে মানুষ আর মানুষ পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু আসলেন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাঙালি জাতির এই

মহানায়ককে দুহাতে বার-বার চোখ মুছতে দেখা যাচ্ছিল। শুধু কী তিনি কেঁদেছেন? বঙ্গবন্ধুর কান্নায় কেঁদেছে উপস্থিত লাখ-লাখ মানুষ। তারপর এক গভীর কণ্ঠস্বর দরাজ গলায় বললেন, 'আমি আপনাদের কাছে দু-এক কথা বলতে চাই। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে। আমি আজ বক্তৃতা দিতে পারব না।'

স্বাধীন বাংলার মানুষের মুক্তির আনন্দে হাস্যোজ্জ্বল লাখো মানুষের মুখ। নয় মাসের দীর্ঘ লড়াই, লাখো প্রাণের রক্ত, মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতায় যেমন বিরহ ব্যাথা ছিল, পাশাপাশি ছিল গোলামি থেকে আজাদির আনন্দ। একদিকে চরম দুঃখ, অন্যদিকে চূড়ান্ত বিজয়ের খুশি। দুঃখ-ব্যাথার মোহনায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আজ প্রায় ৩০ লাখ মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধেও এত মানুষ, এত সাধারণ জনগণের মৃত্যু হয়নি, শহীদ হয়নি, যা আমার ৭ কোটির বাংলায় করা হয়েছে। আমি জানতাম না, আমি আপনাদের কাছে ফিরে আসব। আমি শুধু একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেল, কোন আপত্তি নেই, মৃত্যুর পরে তোমরা আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর *'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'*তে সে আত্মত্যাগের কথা বার-বার এসেছে। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'বাংলার ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী যেভাবে সংগ্রাম করেছে, আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম, ফাঁসির কাষ্ঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।' ফাঁসির জন্য কী ভয় পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু? স্বজনের জন্য কেঁদেছিল প্রাণ? ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেখানে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ২৫ মার্চের নির্মম কালো রাতের কথা। পাকিস্তানি হায়েনাদের হাতে তাঁর গ্রেপ্তার, নির্যাতন থেকে শুরু করে জেলের অভিজ্ঞতা। কারাকক্ষের পাশেই কবর খনন করা হয়। নিজেই দেখলেন নিজের কবর খোঁড়া হচ্ছে। বীর বলেছেন আমার ভয় নেই, আমি তৈরি আছি।

পাকহানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধু শুধু একটা অনুরোধ করেছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার লাশটি যেন তার বাঙালির কাছে দিয়ে দেওয়া হয়। ডেভিড ফ্রস্ট জানতে চাইলেন, 'আপনি যখন দেখলেন, ওরা কবর খনন করেছে, তখন আপনার মনে কার কথা আগে জাগল? আপনার দেশের কথা? না আপনার স্ত্রী-পুত্র পরিজনের কথা? উত্তরে বঙ্গবন্ধু নিসংকোচে বলে দিলেন, 'আমার প্রথমে চিন্তা আমার দেশ, তারপর আমার পরিবার। আমি আমার জনগণকেই বেশি ভালোবাসি।'

সারাজীবন বঙ্গবন্ধুর এই এক স্বপ্ন, বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। একটিই সাধ বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষের মুক্তি, স্বাধীনতা। এ জন্যই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখে বুক চিরে বেরিয়ে আসা কথাগুলো এভাবে বললেন, 'আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলার আকাশ কেন দেখলাম, বাংলার আবহাওয়াকে অনুভব করলাম। বাংলাকে আমি শ্রদ্ধা সালাম জানাই, 'আমার সোনার বাংলা, তোমায় আমি বড় ভালোবাসি বোধহয় তার জন্যই আমায় ডেকে নিয়ে এসেছে।'

বঙ্গবন্ধুর চোখে তখন ভেসেছিল সাড়ে সাত কোটি বাংলার মানুষ। একটি বাংলাদেশ। এ জন্যই জন্মের শত বছর পরেও তিনি তার আদর্শে আজও মানুষের অন্তরে অমর হয়ে আছেন, এই বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে। ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে থাকুক আজীবন॥ ৩

অর্থ-লিপ্সাই সকল অনর্থের মূল

হিরণ প্যাট্রিক গমেজ

একটি ছোট শিশু তার বাবার হাত ধরে ঘুরতে বেরিয়েছে। রাস্তায় শিশুটি বেশ কিছু লোকের জটলা দেখলো। সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো ওখানে কি হচ্ছে বাবা?

ওখানে একটা চোরকে মারছে।

শিশুটি তখন তার বাবার কাছে বায়না ধরলো-বাবা, আমি চোর দেখবো। অবশেষে বাবা তাকে চোর দেখতে নিয়ে গেলেন। ভীড় ঠেলে অনেক কষ্ট করে শিশুটি যখন চোরের সামনে গেয়ে পৌঁছালো, তখন অবাক বিস্ময়ে সে বাবাকে বললো চোর কোথায় বাবা, ও তো মানুষ। কর্মদোষে মানুষ যেমন চোর হয়ে যায়, তেমনি মানুষের জীবনকে অর্থবহ করার সাথে যে বিষয়টি জন্মের আগে থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে তা হলো "অর্থ"।

আর তাই "অর্থ" কে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে নানা তত্ত্বকথা। অর্থকে কেউ যেমন দ্বিতীয় ঈশ্বর বলে মনে করেন, তেমনি অনেকে মনে করেন অর্থ-ই সকল অনর্থের মূল। বলা হয় "অর্থ ছাড়া জীবন অর্থহীন, কিন্তু অর্থই যেন জীবনের একমাত্র অর্থ না হয়।" তবে অর্থলিপ্সাই যে সকল অনর্থের মূল আপাতত সে বিষয়টিতেই আলোকপাত করা যাক।

অর্থ কি?

অর্থ হলো এমন একটি উপাদান যার বিনিময়ে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত পণ্য বা সেবা পেতে পারি। মানুষ তার জীবনে যা কিছু অর্জন করতে চায়, কোন না কোনভাবে তার সাথে অর্থের সম্পৃক্ততা রয়েছে। অর্থের মূলত চারটি গুণবাচক বিশেষণ রয়েছে। অর্থ-টাকা একটি আদান-প্রদান মাধ্যম (Medium), অর্থ-টাকা একটি পরিমাপক (Measure), অর্থ-টাকা একটি মান (Standard) অর্থ-টাকা একটি সঞ্চয় (Savings)। কিন্তু যে বিশেষণেই ভূষিত হোক না কেন, এই টাকার সাথে যখন সম্পর্কিত হয়ে যায় মানুষের "লিপ্সা" বা "লোভ" তখনই ঘটতে থাকে যত অনর্থ আর অঘটন।

লোভ আদিপিতা-মাতা, আদম ও হাওয়াকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিল। আদম-হাওয়া থেকে গোটা বিশ্ব মানব জাতিতে পরিপূর্ণ হলো। কিন্তু যে "লোভ" দ্বারা প্রতারিত হলো মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ হলো না তার। বরং এই লোভকে পুঁজি করেই শয়তান বা দিয়াবল তার পিছু নিলো। কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাবার লোভ, কাঙ্ক্ষিত অবস্থানে পৌঁছাবার লোভ, আধিপত্যবাদ থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদের লোভ, এভাবেই লোভের বহুমাত্রিকতা গ্রাস করলো মানুষের বিবেক নৈতিকতা আর মূল্যবোধকে। প্রস্তর যুগের আদিম বর্বরতার মাঝে মানুষ করেছে পশু বিনিময়, সম্পদ বিনিময় বা মানুষ মানুষ বিনিময় আপন লোভে বা স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য, আজকের সভ্য সমাজে সে অবস্থান দখল করে নিয়েছে অর্থ। আর তাই সকল লিপ্সাকে

চরিতার্থ করার জন্য অর্থ লিপ্সায় মত্ত মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে সীমাহীন অনর্থের স্তূপের তলায়। এভাবেই সমাজের বিরাজমান অর্থ আর অনর্থের স্তূপ থেকে প্রকৃত মানুষকে তার মানবীয় সত্ত্বার স্খলন ঘটিয়ে। রিপুকে জয় করে ভালবাসা ত্যাগ আর ন্যায্যতার লড়াইয়ে টিকে মানুষগুলোকে সবার আগে যে জিনিসটি বর্জন করতে হয় তা হলো- "অর্থলিপ্সা"। হাদিসে রয়েছে, তিনটি জিনিস দ্বারা পৃথিবীতে মানুষকে পরীক্ষা করা হয় সম্পদ, সম্মান আর সন্তান। পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় অপকর্ম বা অনর্থের পিছনে রয়েছে এই তিনটি বিষয়ের আকর্ষণ। অর্থলিপ্সায় মত্ত এক শ্রেণীর মানুষ পৃথিবীতে ধনী হচ্ছে বলেই, আর এক শ্রেণীর মানুষকে মেনে নিতে হয় দারিদ্র্য। এটা দরিদ্রদের সৃষ্ট নয়, বরং ধনীরা তাদের চারপাশে যে অবস্থা গড়ে তোলে সে অবস্থাই দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এবং তাকে টিকিয়ে রাখে। আর ধনবানের দায়িত্ব-কর্তব্যের ন্যায়দণ্ডটি কিন্তু রয়েছে অসহায়, বঞ্চিত, অর্থহীন ও দুর্বল মানুষগুলোর হাতে। এবং তাদের প্রতি ন্যায্যতাই শুধু পারে অর্থলিপ্স মানুষগুলোকে অনর্থের হাত থেকে রক্ষা করতে। যাকাত দশমাংশ দান ইত্যাদি বিষয়গুলো ধনীর অর্থের গরীবের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অর্থলিপ্সা যার পরিপন্থী। আর তাই মথি ১৯ অধ্যায় ২৪ পদে বলা হয়েছে ধনী লোকের স্বর্গে প্রবেশ করার চেয়ে বরং একটা সুঁচের ছিদ্র দিয়ে একটি উট প্রবেশ করা সহজ। পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টিকারী অর্থলোভী মানুষগুলোকে একদিকে যেমন তাদের দ্বারা সৃষ্ট অনর্থের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, অন্যদিকে অর্জিত অর্থের উপর গরীবের হিস্যা প্রদানের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

অর্থলিপ্সা মানুষকে প্রকৃত সুখের নামে ক্ষণিক আনন্দ দ্বারা সম্মোহিত করছে, অর্থলিপ্সা মানুষকে বিপদগামীতার দিকে ধাবিত করছে, অর্থলিপ্সা মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসাকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। অর্থলিপ্সার মোহে পড়ে ভাই ভাইকে খুন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কারিতাস ঢাকা অঞ্চলে কাজ করার সুবাদে বস্তি এলাকার অনেক দীন-হীন, হত-দরিদ্র, দুঃখী, অভাবী ও নিস্ব মানুষের কাছ থেকে তাদের জীবন অভিজ্ঞতা শোনার সুযোগ হয়েছে। যখন তাদেরকে প্রশ্ন করেছি, ঢাকায় কেন এসেছেন? তাদের বেশিরভাগ মানুষের উত্তর গ্রামে আমাদের জায়গা-জমি সব অন্যেরা দখল করে নিয়েছে। কারা দখল করে নিয়েছে? উত্তর- আমাদের চাচাতো ভাইয়েরা বা গ্রামের প্রভাবশালী লোকেরা। আর আমাদেরকে বলেছে ওখান থেকে চলে যেতে তা না হলে ওখানে থাকলে তারা আমাদেরকে মেরে ফেলবে। আমাদের থাকার বা মাথা গুজার কোন জায়গা নেই তাই ঢাকায় চলে এসেছি আর এই বস্তিতে থাকি। সম্পতি বা অর্থের লোভ বা লিপ্সা মানুষকে মানুষ থেকে পশুতে পরিণত করে। কি জানি পশুও হয়তো বা এত খারাপ হতে পারে কিনা? অর্থলোভ মানুষকে অহংকারী করে তোলে। আর আমরা জানি লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। প্রাচীন দাসপ্রথা এখনও আমাদের সমাজে বিদ্যমান রয়েছে, শুধুমাত্র রূপ পাল্টেছে এই আরকি। আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ খুবই ধনী, আবার একশ্রেণীর মানুষ খুবই গরীব আর এই বৈষম্যের মূলে রয়েছে এই অর্থ-সম্পদের অসম বণ্টণ আর একশ্রেণীর মানুষের অতিরিক্ত অর্থ লিপ্সা।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বিত্তশালীরা তাদের পুঁজি গঠন শুরু করেছিল জলদস্যুতা দিয়ে, আর তাদের সর্বাধিক মুনাফা এসেছিল দাস ব্যবসা থেকে। লিভারপুল আর ম্যানচেষ্টার ক্ষুদ্র প্রানৈশিক শহর থেকে প্রকাণ্ড নগরীতে পরিণত হয়েছে নিগ্রোদের পরিশ্রম আর কষ্টের বিনিময়ে।

তাই আসুন, ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্রীয় বা আন্তরাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে আমরা লোভকে সংবরণ করি, অনর্থের হাত থেকে নিজে বাঁচি এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ পৃথিবীকে রক্ষা করি॥

উত্তম সেবক

জেমস শিমন দাস

“প্রত্যেকে যে যেমন আধ্যাত্মিক শক্তি পেয়েছ, তা দিয়েই তোমরা অন্যের সেবা কর; এই তো পরমেশ্বরের বিচিত্র দান সম্পদের সুযোগ্য ভারপ্রাপ্ত মানুষের কাজ।”-*(১ পিতর ৪:১০)*

ঈশ্বর আমাদের বহুগুণ ও প্রতিভা দান করেছেন যেন আমরা খ্রিস্টের দেহস্বরূপ মণ্ডলী গঠনে ভূমিকা রাখি *(১করিন্থীয় ১২:১৪)*। আর মণ্ডলী গঠনে বাংলাদেশে ব্রতধারী সিস্টার, ব্রাদার, পুরোহিত ও মণ্ডলীর অন্যান্য পরিচর্যাকারীর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এরই ধারাবাহিকতায় “সিস্টারস্ অব আওয়ার লেডী অব সরোস্” (MPd’A) ১৯৯০ এর দশক থেকেই সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও নিম্ন-আয়ের পরিবারের শিশুদের শিক্ষাদান, বেকার নিরক্ষর ও অর্ধশিক্ষিত নারী ও যুবকদের জন্য ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, গৃহ পরিচারিকার কাজ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, রন্ধনশিল্প ও সেলাই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দান করে চলেছেন। এছাড়াও “সিস্টারস্ অব আওয়ার লেডী অব সরোস্” (MPd’A) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মানসিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে তাদের নিজ কনভেন্ট বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকায় “হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিট” নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ড. লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও ((MPd’A), নিজ খ্রিস্টীয় ব্রত পালনের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। সুস্পষ্টভাষী, প্রাণ-চঞ্চলতায় ভরপুর ও উদ্যোমী সিস্টার গ্লোরিয়া বাংলাদেশে প্রথম কাউন্সেলিং সাইকোলজিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন, যা সত্যিকার অর্থেই খ্রিস্টীয় সমাজের জন্য গর্বের বিষয়। সিস্টার গ্লোরিয়া তার পিএইচডি-এর গবেষণাপত্র তৈরি করার সময় বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্যের রুগ্ন রূপ দেখে কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করেন। এরপর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নেতৃত্বে হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিট বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা কমিশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ অঞ্চলের হাইস্কুল ও কলেজ স্তরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ জন পুরোহিত তরুণ, মেধাবি ও অধ্যবসায়ি স্বেচ্ছাসেবির স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সিস্টারের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টির কাজকে আরো বেগবান, গতিশীল ও ভিন্নমাত্রা দান করেছে। এ পর্যন্ত *(জুন ২০১৯-জুলাই, ২০২০)* তিনি ও তার স্বেচ্ছাসেবি দল ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৪৭৪ জনের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার পরিচালনা করেছেন। বর্তমানে হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিট কোভিড-১৯ মহামারীকালীন সময়ে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন কলেজ ও হাইস্কুলগুলোতে তাদের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজ বা ওয়েবসাইটে এই কর্মসূচি চলমান রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও তিনি ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের পিতা-মাতার জন্য পড়াশুনা, বিষণ্নতা, উদ্বিগ্নতা হ্রাস ও নিরসনে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ সম্পর্কিত ভিডিও টিওটোরিয়াল তৈরি এবং সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এসব অনুষ্ঠান ও ভিডিও টিওটোরিয়াল দেখতে একবার হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিটের ফেইসবুক পেইজ facebook.com/healing-heart2010 ঘুরে আসতে পারেন। আর আগ্রহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগণকে হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিটের অফিসিয়াল ফোন নম্বরগুলোতে (০১৭৫২/০৭৪৪৯৭, ০১৬২২ ৯২৯৩৯৭ ও ০৯৬১১/১৭/৪৩/০৪) যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি।

আজকে এটি আপনাদের সাথে সহভাগিতা করার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। মহান প্রেমময়ী সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যখন আমাদের আদিপিতা আদম ও মাতা হবাকে তাঁর মত করে তৈরি করেছিলেন *(আদিপুস্তক ১:২৬)* এবং তিনি আমাদের প্রত্যেকেই কিছু গুণাবলি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তখন আমরা যেন এর দ্বারা মণ্ডলী গঠনে ভূমিকা রাখতে ও খ্রিস্টে বিশ্বাসী ভাই-বোনকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করি *(১ করিন্থীয় ১২:৭)*। আর সকল কিছুর দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রীতিভাজন সেবক হিসেবে পরিগণিত হব। যে কোন কাজ সফল ও সার্থকভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা করা, ধৈর্য থাকা ও অধ্যবসায়ী হওয়া অত্যাবশ্যক। হতাশা ও নেতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টিকারী অনেক উপাদান আমাদের পরিবারে ও সমাজে রয়েছে। এগুলোকে মোকাবিলা করে যখন আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দিকে ধাবিত হব ও নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো তখন আমাদের মধ্যে যে তালন্ত মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আমাদের দান করেছেন তা বিকশিত হবে। আমাদের এই প্রতিভা দ্বারা আমরা তখন দেশ ও সমাজের সেবা করতে পারবো। মনে রাখবেন, যখন আপনি আপনার প্রতিভা বা তালন্ত দিয়ে অন্যের সেবা করেন তখন সেটি খ্রিস্টেরই সেবা করা *(কলসীয় ৩:২৪ পদ)*। সেই জন্য ব্যর্থতার ভয়কে পাশে ফেলে দিয়ে সাহসের সাথে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণজরুরী। যেন মথি লিখিত সুসমাচারের সেই বিশ্বস্ত দাসের মত আমরাও শেষ বিচারের দিনে বলতে পারি, “প্রভু, দেখুন, এই গুণাবলী ও প্রতিভা তুমি আমাকে দিয়েছিলে; আমি সেটার সদ্ব্যবহার করে আমি আরো প্রতিভা অর্জন করেছি, আমি কয়েক হাজার লোককে এর দ্বারা সেবা করেছি।”

কখনোই ভেঙ্গে পড়বেন না। পড়ে গেলে, ব্যর্থ হলে, ভুল পথে গেলে আবার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবেন। কারণ প্রেমময় ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টির বহু আগেই আমাদের জন্য পরিকল্পনা করে রেখেছেন। আসুন আমরা, নিচের পবিত্র বাইবেলের বাণী নিজে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ও এর দ্বারা অন্যকে উৎসাহ দেই।

“প্রভুর উক্তি- কারণ আমি তো জানি তোমাদের জন্য কি কি পরিকল্পনা করেছি, শান্তিরই পরিকল্পনা, অমঙ্গলের নয়, যেন তোমাদের দিতে পারি একটা ভবিষ্যৎ, একটা আশা।”*(যেরোমিয়া ২৯: ১১)*॥ ৯

তার মত একজন শক্ত সামর্থ জওয়ান দাপুটে মানুষকে যে এই বিশ্রী ব্যামোটায় ধরবে এটা কল্পনাও করতে পারেননি জব্বার আলী। এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও লোহার মত পেটানো শরীর। বুকের ছাতিটা যেমন প্রশস্ত, বুকের ভেতর সাহসও তেমন অবারিত। বাবা-মা, বড় দুই ভাই জীবিত থাকলেও মিরপুরের তাদের বিশাল বাড়িটার হর্তা-কর্তা তিনিই। শুধু নিজেদের বাড়ি কেন, পুরো মহল্লাতেই তার কথার উপরে কথা বলার সাহস কারো নেই।

টেস্ট-এর রেজাল্ট পজিটিভ আসার পরও বিশ্বাস করেননি জব্বার আলী। বলেছেন- রেজাল্ট ভুল আছে, আমার করোনা হতেই পারে না। এভাবে ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন এক সপ্তাহ। কাল রাত থেকে শুরু হয়েছে শ্বাসকষ্ট। সকালে বড় ছেলে একরকম জোর করেই নিয়ে এসেছে হাসপাতালে। ভর্তির পর পরই একজন অল্পবয়সী নার্স এসে বললো - আঙ্কেল আপনার হাতটা দেন তো, প্রেসার মাপবো। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যান জব্বার আলী, এ-তো সেই মেয়ে একমাস আগে যাকে তিনি মহল্লা থেকে বের করে দিয়েছিলেন করোনা হাসপাতালে চাকরি করে বলে॥ ৺

খ্রিস্ট মণ্ডলীতে মারীয়ার পর্ব

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

কথায় ও কাজে ঈশ্বরের নাম মাহাত্ম্য প্রচার করতে পারে সেই অনুপ্রেরণা ও প্রার্থনা করা হয় এই পর্বের মাধ্যমে। প্রেরিতগণের রাণী মা মারীয়াকে আদর্শ বা নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে অনেকগুলো ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রথম স্থানীয় ধর্মসংঘ হলো 'প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘ' যা সংক্ষেপে এসএমআরএ সিস্টারস্ নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, সংঘটি 'তুমিলিয়া সিস্টারস্' নামেও পরিচিত।

১২) নির্মল হৃদয়া মারীয়ার স্মরণ দিবস (The Immaculate Heart of Mary): যিশুর পরম পবিত্র হৃদয়ের মহাপর্বের পরবর্তী শনিবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রচলন শুরু হয় মধ্য যুগ থেকে। সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল (১৫৬৭-১৬২২) ও সাধু যোহন ইউডিসের মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের বিষয়ে প্রথম বই লেখেন। ফলে মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ পিউসের ফাতিমার রাণী মারীয়ার দর্শনের রজত-জয়ন্তী উৎসবে বিশ্বজগৎকে নির্মল হৃদয়া মারীয়ার নিকট উৎসর্গ করেন।

মা মারীয়া একান্ত বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে ঐশবাণীকে অন্তরে গ্রহণ করেছেন, তাই তাঁকে বলা হয় "শাশ্বত বাণীর আবাস"; এছাড়া মারীয়ার হৃদয়কে "পবিত্র আত্মার মন্দির" বলা হয়। মণ্ডলীর শিক্ষায় বলা হয় মারীয়ার হৃদয় নির্মল, তিনি জন্ম থেকে অপাপবিদ্ধা এবং তাঁর হৃদয় প্রজ্ঞাবান। মারীয়া ছিলেন ধ্যানী তাই পবিত্র বাইবেলে বলা হয় "এইসব কথা তিনি অন্তরে গেঁথে রাখতেন, তা নিয়ে চিন্তা করতেন।" তাঁর হৃদয় আজ্ঞাবহ, তিনি সর্বান্তকরণে ঈশ্বরের সকল নির্দেশ মেনে নিতেন। তাঁর হৃদয় অভিনব, তিনি প্রথম হয়েছেন "সেই নতুন মানুষ, যে-মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ঐশ প্রতিরূপে।" তাঁর হৃদয় কোমল, যিশু-হৃদয়ের মতো, যিনি বলেছিলেন, "আমার শিষ্য হও তোমরা, কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র হৃদয়।" মা মারীয়ার হৃদয় সরল, তাঁর কোন কপটতা নেই, তিনি সত্যময় পরম আত্মায় একান্ত শিষ্যা। মারীয়া পুত্রের মরণ যন্ত্রণার বিষয়টিও অন্তরে গেঁথে রেখেছিলেন "তাঁর প্রাণ দুঃখতুল্য খড়গের আঘাতে বিদীর্ণ হয়।" নির্মল হৃদয়া মারীয়ার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে অনেকগুলো ধর্মসংঘ গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশে 'শান্তি রাণী' সিস্টারস্ সংঘের প্রতিপালিকা হলেন নির্মল হৃদয়া মারীয়া।

১৩) কার্মেলের রাণী মারীয়ার স্মরণ দিবস (Our Lady of Mount Carmel): ১৬ জুলাই

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে কার্মেল পর্বতটি একটি পবিত্র স্থান বলে পরিগণিত। কেননা এই পর্বতই প্রবক্তা এলিয়ের সাধনভূমি হিসেবে একেশ্বরের সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেছিলেন *(দ্রঃ ১ রাজাবলি ১৯:১০, ১৪)*। এয়োদশ শতাব্দীতে, কয়েকজন সন্ন্যাসী প্রবক্তা এলিয়ের আদর্শ অনুযায়ী কার্মেল পর্বতে ধ্যান-সাধনার যাত্রা শুরু করেন। বিজনবাসী সন্ন্যাসীগণ কার্মেল পর্বতের গুহায় ধ্যান সাধনা ও জীবন-যাপন করার মাধ্যমে একটি সংঘ তৈরী করেন। সংঘটি 'কার্মেল সন্ন্যাস-সংঘ' নামে পরিচিত।

কার্মেল পর্বতটি "নাজারেথ শহর, যেখানে ধন্যা কুমারী মারীয়া ঈশ্বরের ধ্যান-সাধনায় জীবন কাটিয়েছেন, সেই নাজারেথ কার্মেল পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। তাই, কার্মেল-সংঘের সন্ন্যাসীরা জননী মারীয়াকে তাঁদের ধ্যান-সাধনার আদর্শ-রূপে মেনে নিয়ে 'কার্মেল রাণী' বলে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানান।" ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগরী (১২২৭-১২৪১) এই সংঘটির নিয়মের সাথে দরিদ্রতার বিষয়টি প্রাধান্য দেন। কার্মেল সন্ন্যাস সংঘটি মধ্যযুগে আধ্যাত্মিক নবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ সংঘের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সাধক হলেন আভিলার সাধ্বী তেরেজা (১৫১৫-১৫৮২), ক্রুশভক্ত যোহন (১৫৪২-১৫৯১) এবং ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা (১৮৭৩-১৮৯৭)। মরমীবাদ সাধক-সাধিকা হিসাবে কার্মেলাইটস্ সন্ন্যাসীগণ বিশেষ সম্মানে আখ্যায়িত।

১৪) মা মারীয়ার পিতামাতা যোয়াকিম ও আন্নার স্মরণ দিবস (Joachim and Ann, Parents of the Virgin Mary): ২৬ জুলাই

পবিত্র বাইবেল থেকে মা মারীয়ার পিতামাতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগের ঐতিহ্যে বিভিন্ন লেখার মধ্যে মা মারীয়ার পিতা-মাতা যোয়াকিম ও আন্নার নাম পাওয়া যায়। যোয়াকিম ও আন্না একটি আদর্শ পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। সেই সাক্ষ্যবাণী খ্রিস্টভক্তদের কাছ থেকে জানা যায়। তাঁরা যোয়াকিম ও আন্নাকে শ্রদ্ধা ও গৌরবের আসনে স্থান দিয়েছেন।

খ্রিস্টযজ্ঞের প্রার্থনাসঙ্কলন গ্রন্থে পর্বদিনের ভূমিকায় বলা হয়েছে, "তাঁরা সেই পুণ্যবতী তরুণী, সেই উদার হৃদয়া মারীয়াকে মানুষ করে তুলেছেন; তাঁকে প্রার্থনা করতে, প্রবক্তাদের বাণী উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন এবং তাঁর অন্তরে মুক্তিদাতার আগমনের আশাও জাগিয়ে তুলেছেন।" যোয়াকিম ও আন্নার শিক্ষাদর্শেই মারীয়া হয়ে ওঠেছেন 'প্রভুর সেই দাসী', যিনি ঈশ্বরের আহ্বান ও পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছেন এবং সমগ্র মন-অন্তর ও বিশ্বাসের মধ্যদিয়ে পূর্ণতা দিয়েছিলেন। যোয়াকিম ও আন্না খ্রিস্টীয় পিতামাতার আদর্শ বা প্রতিপালক হিসেবে মণ্ডলীতে গৃহিত ও সম্মানীত। (চলবে)

খ্রিস্ট মণ্ডলীতে মারীয়ার পর্ব

কালের সাক্ষ্য : পর্ব ২৯

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৮) ফাতিমা রাণী মারীয়ার স্মরণ দিবস (Our Lady of Fatima): ১৩ মে

পর্তুগালের একটি ছোট গ্রাম ফাতিমা। ফাতিমা গ্রামটি বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিতি লাভ করে মা মারীয়ার অলৌকিক দর্শন দানের মাধ্যমে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ১৩ মে মা মারীয়া তিনজন কিশোর রাখালকে অলৌকিক দর্শন দেন। তারা হলেন লুসিয়া দস্ সান্তস (১৯০৭-২০০৩), ফ্রান্সিস্কো মার্তো (১৯০৮-১৯১৯) ও জাসিন্তা মার্তো (১৯১০-১৯২০)।

ফ্রান্সিস্কো ও জাসিন্তা ছিল আপন ভাই-বোন আর লুসিয়া ছিল তাদের জেঠাতো বোন। ঐদিন দুপুর বেলা, তারা মেষ চরানোর ফাঁকে যখন খেলা করছিল তখন হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে তারা ভয় পায়। তারা তখন দেখতে পেল একটি ওক গাছের ওপর ভাসমান উজ্জ্বল মেঘের ওপর সূর্যের চেয়ে দীপ্তিময়ী একজন নারীকে। তিনি তাদের বললেন "ভয় পেয়ো না! তোমরা পরপর পাঁচ মাস ধরে প্রতি মাসের তেরো তারিখে এখানে আসবে। আমি তখন তোমাদের বলব, আমি কে আর কী চাই।" মারীয়া তাদের অভয় বাণী শোনান ও অনুরোধ করেন, পৃথিবীর শান্তি কামনায় এবং পাপীরা যেন মন পরিবর্তনের জন্যে তারা যেন প্রতিদিন রোজারীমালা জপ করে। এই ফাতিমাতে পর পর ছ'বার মা মারীয়া তাদের দর্শন দেন। ১৩ অক্টোবর মা মারীয়া শেষ দর্শনের দিনে সেখানে সত্তর হাজার বিশ্বাসী জনগণ উপস্থিত ছিল। সেদিন মারীয়া শিশুদের নিকট নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন: "আমি জপমালার রাণী। আমি এসেছি সমগ্র মানবজাতিকে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে বলতে। যে সমুদয় পাপ-অপরাধে বিশেষভাবে অশুচিতার পাপে আমাদের প্রভুর এত অবমাননা করা হয়েছে সেগুলোর সংখ্যা আর বাড়িও না।"

তিনি আরো বলেন, প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা কর এবং প্রতিটি নিগূঢ়তত্ত্বের পরে এই প্রার্থনাটি করো, "হে যিশু, আমাদের পাপ ক্ষমা করো, নরকের আগুন হতে সকল আত্মাকে স্বর্গের পথে চালাও, বিশেষত যাদের জন্য তোমার দয়া একান্ত প্রয়োজন।" ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ পিউস (১৯৩২-১৯৫৮) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশ্বমণ্ডলীকে লুর্দের রাণী মারীয়ার নিকট উৎসর্গ করেন। এসময় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় পর্তুগালের মারীয়াভক্ত মহিলারা ফাতিমার রাণী মা মারীয়ার মাথায় একটি 'স্বর্ণ মুকুট' পড়ানোর মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৯) পথ প্রান্তিকা মা মারীয়া (Mother of Pilgrim People): ২৪ মে পর্ব

বিশ্বের পরিচিত একটি ধর্মসংঘ হলো যিশু সংঘ। এই সংঘটি আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করে পোপ তৃতীয় পলের (১৫৩৪-১৫৪৮) কাছ থেকে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে। যিশু সংঘটি মা মারীয়ার অনুগ্রহ ও ছত্রছায়ায় ধীরে-ধীরে জগতময় ছড়িয়ে পড়ে। সাধু ইগ্নাসিউস লয়লা (১৪৯২-১৫৫৬) ও তাঁর সঙ্গীরা রোমে 'পথপ্রান্তিকা মা মারীয়া' নামে নিবেদিত একটি গির্জায় প্রার্থনা করতেন। সংঘের যাবতীয় ধর্মীয় সেবা কাজ: ধর্মোপদেশ, পাপস্বীকার, শিশুদের শিক্ষাদান, রোগিদের আধ্যাত্মিক যত্নসহ যাবতীয় কাজ পরিচালিত হত এই গির্জাকে কেন্দ্র করে। রোমে যিশু সংঘের প্রধান গির্জাটি হলো 'জেসু গির্জা' যেখানে পথপ্রান্তিকা মারীয়ার ছবিটি স্থাপন করা হয়েছে। যিশু সংঘের অনেক সাধু-সন্ত জানুপাত করে মারীয়ার নিকট প্রার্থনা করতো। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সাধু হলেন: পিতর কানিসিয়াস, ফ্রান্সিস বোর্জিয়া, আলুইস গঞ্জাগা, যোহন বার্কম্যান প্রমুখ। মারীয়ার নিকট তাদের প্রার্থনাটি ছিল: "মা মারীয়া, তুমি যেমন আমাদের গুরু ইগ্নাসের হাত ধরে যিশুর পথে নিয়ে গিয়েছ, আমাদের জন্যে তেমনটি কর; সেই পথে যদি কোন দিন পিছিয়ে পড়ি, তুমি যেন পথ-প্রান্তে থেকে আমাদের ম্লানতা মুছিয়ে দাও, পথে আবার পা বাড়াতে আমাদের উৎসাহ দাও।"

১০) এলিজাবেথের সঙ্গে মা মারীয়ার সাক্ষাৎ (The Visit of the Virgin Mary): ৩১ মে, পর্ব

এলিজাবেথ ও মারীয়া সম্পর্কে জ্ঞাতি বোন। তাদের শুভ সাক্ষাৎ শুধুমাত্র দুজন পুণ্যময়ী নারীর মধ্যে আনন্দময় সাক্ষাৎ নয়, তা মূলত দুজন জননীর মাধ্যমে ঈশ্বর-প্রেরিত দুজন মহান ব্যক্তির অলৌকিক সাক্ষাৎ *(দ্র: লুক ১:৩৯-৪৫)*। মানব মুক্তিদাতা যিশুর সঙ্গে তাঁর অগ্রদূত যোহনের সাক্ষাৎ। মণ্ডলীর বিশ্বাসে মারীয়াকে বলা হয় 'অভিনব মঞ্জুষা', 'নবসৃষ্টি' ও 'ধন্যা নারী'। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় এলিজাবেথের সম্বোধন ছিল "আহা, সকল নারীর মধ্যে ধন্য তুমি, ধন্য তোমার গর্ভফল" *(লুক ১:৪২)*। দুই বোনের সাক্ষাতে আনন্দময় ও কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। মানব মুক্তিদাতার আগমনের প্রতিশ্রুতি-বার্তা বিশ্বাস করেছিলেন বলেই এলিজাবেথ তাঁকে সকল নারীর মধ্যে ধন্যা বলে সম্বোধন করেছেন। ঈশ্বর তাঁর দীনদাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন বলে যুগে-যুগে সকলে ধন্য-ধন্য বলবে তাঁকে।

১১) প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার পর্ব দিবস (Queen of The Apostles): পঞ্চাশত্তমী পর্বের পূর্ব দিন, শনিবার

পঞ্চাশত্তমী পর্বটি মূলত ইহুদীদের বার্ষিক ফসল কাটার এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উৎসব। যিশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রেরিতশিষ্যগণ পবিত্র আত্মাকে গ্রহণের অপেক্ষায় ছিলেন। প্রেরিত শিষ্যদের সাথে মা মারীয়াও পবিত্র আত্মাকে গ্রহণের অপেক্ষায় প্রার্থনারত ছিলেন *(শিষ্যচরিত ১:১৪)*। প্রেরিতশিষ্যগণ মা মারীয়াকে বিশেষ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসনে স্থান দিয়েছেন। প্রৈরিতিক ঐতিহ্যের মধ্যে মারীয়াকে 'রাণী' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'রাণী' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'শ্রেষ্ঠ মহিলা' বা 'রমণী' অর্থাৎ সার্বিক মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন একজন মহিলা। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে মারীয়া ছিলেন মানবিক ও ঐশ গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ। খ্রিস্টযজ্ঞের প্রার্থনাসঙ্কলন বইয়ে 'প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার পর্ব' দিবসের ভূমিকায় বলা হয়েছে "তারা বুঝতে পেরেছে, সেই পঞ্চাশত্তমী পর্বে, পবিত্র আত্মার অবতরণের সময়ে, প্রেরিতদূতদের কাছে মারীয়ার উপস্থিতি কত প্রেরণাদায়ী ছিল। তখন প্রেরিতদূতদের ওপর খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার, ঐশরাজ্য-প্রতিষ্ঠার বার্তা, মানব-মুক্তির বাণীপ্রচার করার যে-দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছিল, মা মারীয়া প্রথম সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন।" মারীয়ার এই পর্বটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে তাঁর যাবতীয় গুণাবলী ও কাজের বিষয়ে নিয়ে ধ্যান প্রার্থনা করা হয়। মারীয়া প্রেরিতশিষ্যদের সাথে সাথে থাকার মাধ্যমে তাদের অভিভাবক, অনুপ্রেরণাদায়ী, অভয়দানকারিণী তথা একজন মঙ্গলময়ী মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন। খ্রিস্টমণ্ডলী ও ভক্তবিশ্বাসীগণ যেন

(১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শোক সংবাদ

ইউফ্রেজী চম্পা গমেজ

জন্ম : ১৪-০৮-১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২৩-০৬-২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মা যে আমার নেই তো আর
আমাদেরই মাঝে
কেমন করে ভুলবো মাগো
হাজার স্মৃতি ভাসে।
রেখে গেলে অনাথ করে
আমাদের সবারে
ভাল থেকো মাগো আমার স্বর্গে ৷৷

গত ২৩ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে দুপুর ১:১০ মিনিটে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে যান। তিনি ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। মায়ের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যারা নানাভাবে আমাদের পাশে ছিলেন সবাইকে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
বড় ছেলে- বড় ছেলের বৌ : রণি-কল্যাণী
ছোট ছেলে- ছোট ছেলের বৌ : অনি-চুমকি
মেয়ে-জামাই : লিপি, রণি
নাতি-নাতনী : বৃষ্টি, অর্ণব, বর্ষণ ওয়েন অনামিকা, অরভিল, রেইন ও জেসন
১৪০ আইনুচবাগ, দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা।

৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

তুমি রাণী তুমি অনন্যা
তুমি সাধ্বী তুমি মেরী আন্না
নমি তোমায় বারংবার
কর বিপদে রক্ষা
এমন কোন চাওয়া নেই
যা তুমি করনি পূরণ
কি দিয়ে তোমায়
প্রণাম করিব
ভেবে তো পাইনা,
তাই তো তোমায়
প্রার্থনায় স্মরি
প্রতিটা দিন-রাত।

আন্না মেরী রাণী গমেজ
জন্ম : ২০ জুন, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু :১১ জুলাই, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ

২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

নয়ন সম্মুখে নাই
আছো তুমি হৃদয় মাঝে
থাকবে চিরদিন
তোমার পরশ ভুলায়ে দিত
দুঃখ ক্লেশ যত
তোমারি আদর স্নেহ বঞ্চিত
জীবন আমার বেদনাভরা শত
তোমার অভাব হবে না পূরণ
এই জীবনে আর
কি ছিলে তুমি বুঝি এখন
তোমায় হারানোর পর।

প্রয়াত পিটার পাখী গমেজ
জন্ম : ০৯-০৯-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০৮-০৮-১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

তোমাদের আত্মার চিরশান্তি কামনায়
বৃষ্টি, বর্ষণ, অর্ণব, অনামিকা, জেসন, ওয়েন, স্পন্দন রেইন
১৪০, আইনুছবাগ, দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা।

বিপ/১২৮/২০

চিঠি লেখ

তোমার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখ। তাদেরকে জানতে দাও যে , তুমি তাদের ভালবাস এবং তোমার কাছে তাদের দাম/মর্যাদা আছে। চিঠি লেখ, কাগজে লেখা এবং উৎসাহ ভরে লেখ। নানা খবরা-খবরের সাদা কিংবা রঙিন খামে ভরা তোমার প্রেরিত চিঠিগুলো হচ্ছে দৃশ্যমান, সে খামের মুখ আঠা দিয়ে বন্ধ করা এবং ডাক টিকিট লাগানো।

অদৃশ্য চিঠিগুলো হচ্ছে, সেই সব বার্তা বা খবরা খবর তুমি অন্যদের কাছে পাঠানোর জন্য লিখতে চাও কিন্তু পারো না। যখন তুমি গাড়ি চালাও কিংবা বিশ্রাম কর বা রান্না-বান্না কর অথবা অপেক্ষায় থাক কিংবা বিক্রয় কর বা চিকিৎসা কর ইত্যাদি কাজের সময় তুমি এ ধরনের চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু জোর গলায় বল কিংবা সেগুলো চিন্তা ধ্যান কর।

উদাহারণস্বরূপ ঃ প্রিয় রবিন, আমি খুশি যে, তুমি দূরে কলেজে ভালো-ভালো বিষয়গুলো শিখছো। কিন্তু আমি এখানে তোমাকে কাছে পাচ্ছি না। গত রাতে আমি একটি ভালো ছায়াছবি দেখেছি। যদি তুমি আমার সাথে থাকতে তাহলে আরও মজা হত। ঘটনাচক্রে আমি ইতোমধ্যে তোমাকে বলিনি যে, আমি মনে করি তুমি অদ্ভুত/অসাধারণ...

অদৃশ্য পত্রগুলো কোন না কোনভাবে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে যায় কোন ঠিকানা বা ডাকটিকিট ছাড়া॥

অনুধ্যান

নিজে কর

... ...

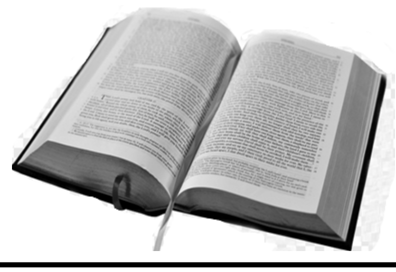

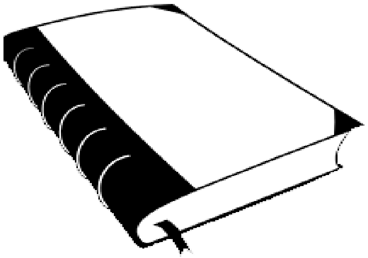

প্রার্থনা

প্রেমময় প্রভু, চিঠি লেখার অনুভূতির জন্য ধন্যবাদ। সত্যিই প্রভু, চিঠির মধ্যে অনেক কিছু লেখা যায়, চিঠির কথা আবার অনুধ্যানও করা যায়। যেমন পবিত্র বাইবেলও আমাদের কাছে পত্র ও সুখবর, যা অনুধ্যান করে আমিও বেড়ে উঠতে পারি, এই আর্শিবাদ কর। আমেন।

বই: ৬০টি উপায়, নিজেকে বিকশিত হতে দাও
***মূল লেখক:** মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি*
***অনুবাদক :** রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)*

চিড়িয়াখানা

আন্তনী বর্ণ ক্রুশ
চতুর্থ শ্রেণি

চিড়িয়াখানা! চিড়িয়াখানা! কতো বড় তুমি
বাঘ আছে, সিংহ আছে সব সমস্ত তুমি,
কিচিরমিচির কিচিরমিচির পাখি ডাকে দিনে
মানুষ আসে দেখতে তাদের তা ধিনা-ধিন নেচে।
দিনে-রাতে ডাকে কোয়েল
সবার সাথে সেজে।
সাহারা মরুভূমির প্রাণী আসে চিড়িয়াখানা ঘুরতে
ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে,
বানর আছে অনেক রকম দেখতে ভালে লাগে
শুধু কেন যেন মনে হয় কিছু ভুল আছে।
জিরাফ আছে, ঘোড়া আছে কতো খুশি লাগে
আমার নাম যে এবার বদলাতে হবে
চমৎকার সাজে॥

চেষ্টা

শংকর পল রোজারিও

মহামারী করোনায় উৎকণ্ঠা আর ভয়
একদিন মানুষ তা করবে জয়।
থাকব কিছুদিন বদ্ধ ঘরে
করোনাভাইরাস যতদিন না সরে।
করোনাভাইরাসে যারা হয় আক্রান্ত
দেহ মনে তারা হয় ভারাক্রান্ত।
মৃত্যুভয় আর আতঙ্কের নাম করোনা
আগে তো কোনদিন ছিল না।
এখন আমাদের সকাল হয়
উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার মাঝে।
দয়ালু যিশু তুমি আস
সকাল দুপুর সাঁঝে।
অশান্ত এই পৃথিবীর বুকে
মানুষ যেন না মরে ধুকে ধুকে।
তোমার কৃপারাশি দাও ঢেলে
শান্তির প্রদীপ দাও জ্বেলে।
জেগে উঠুক আবার ধরণীতল
করোনা জয়ের চেষ্টা হবে সফল।
করোনা তুমি কর করুণা
মানুষকে তুমি আর মেরো না॥

খাগড়াছড়িতে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ▮ গত ০৯ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস যথাবিহীত সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে খাগড়াছড়ি সাজেক পাড়ায় কাথলিক চার্চে পালিত হয়। করোনাকালে সকল আদিবাসী জনগণের সুরক্ষা ও সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের আশীর্বাদ চেয়ে এবারের মূলসুর নেয় হয়-"নিত্যস্থায়ী সুখ ও সবার সুস্বাস্থ্য কামনায় হলো আমাদের প্রার্থনা"। খাগড়াছড়িতে সাধু পিতরের গির্জায় আদিবাসী দিবস উপলক্ষে কাথলিক খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে র‍্যালী ও রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ অর্পণ করা হয়। এবং খ্রিস্টযাগের পূর্বে নেতৃস্থানীয় খ্রিস্টভক্ত এডিসন চাকমা আদিবাসী দিবসের তাৎপর্য, ইতিহাস, জাতিসংঘের ভূমিকা ও কাথলিক মিশনের খ্রিস্টীয় গঠন, বাণীপ্রচার ও উন্নয়ন কার্যক্রম তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। সরকারী স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে তিনি করোনাভাইরাস হতে রক্ষা পেতে সচেতনতামূলক ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্মত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। কারিতাসের সহায়তায় ফাদার রবার্ট গনসালভেছ সার্জিকাল মাস্ক এবং হ্যাণ্ড সেনিটাইজার খ্রিস্টভক্তদের মাঝে বিতরণ করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে সিস্টার সেমিতা নকরেক সিএসসি উপস্থিত সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ এবং আদিবাসী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

রমনা সেমিনারীতে লেখক কর্মশালা

দীপঙ্কর ইগ্নেসিউস কস্তা ▮ গত ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতিবার, রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আয়োজনে "সত্যবাণী প্রকাশে লেখক ও শ্রোতার অংশগ্রহণ" এই মূলসুরের ওপর ভিত্তি করে অর্ধ দিবসব্যাপী লেখক কর্মশালা ও অনলাইন রেডিও প্রশিক্ষণ-২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মিল্টন যোসেফ ও সহকারী পরিচালক ফাদার টিটু ডেভিড গমেজের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমেই খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে'র পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু লেখালেখি ও মৌলিক লেখক হওয়ার বিষয়ে উপস্থাপনা রাখেন। এরপর কাথলিক এশিয়ান নিউজের বাংলাদেশ প্রতিনিধি রক রনাল্ড রোজারিও, কিভাবে পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতে হয় ও কীভাবে রিপোর্ট লিখতে হয় এই বিষয়ে উপস্থাপনা রাখেন। টিফিন বিরতির পর প্রতিবেশীর স্টাফ তপন আন্তনী গমেজ মাইক্রোফোনের শব্দ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং কত ধরনের মাইক্রোফোন রয়েছে এর ব্যবহারবিধি সম্পর্কে অবহিত করেন। তারপর সিস্টার মেরিয়ানা গমেজ আরএনডিএম ও রিপন আব্রাহাম টলেন্টিনো রেডিও ভেরিতাস বাংলার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে অবহিত করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের আগে রিপোর্ট দেখার ওপর ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের পর সেমিনারীয়ানদের স্বরচিত গান, দলীয় গান, আদিবাসী ভাইয়েরা নিজস্ব ভাষায় জীবন সহভাগিতা করেন যা রেডিও ভেরিতাস বাংলা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচারের জন্য ধারণ করা হয়। উক্ত সেমিনারে ৪জন ফাদার, ১জন সিস্টার, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ৪জন স্টাফ, ১ জন সাংবাদিক এবং ৪৭জন সেমিনারীয়ান অংশগ্রহণ করেন॥

মহাশান্তি গমনের একাদশ বছর

প্রয়াত টনি জন গমেজ

জন্ম : ২১ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
শুলপুর ধর্মপল্লী।

তোমরা ছিলে এই ধরণীতে
গিয়েছো চিরশান্তির নীড়ে
রেখে গেছো দুঃখের স্মৃতিগুলো
যা রয়েছে আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

পার্থিব এই জগত ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমরা চলে গেছ আমাদের নিস্ব করে। কিন্তু তোমরা রয়েছো আমাদের সকলের হৃদয় মাঝে। আজও আমরা পারি না তোমাদের চিরতরের চলে যাওয়ার ক্ষণকে মেনে নিতে। থেকে-থেকে মনে পড়ে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় কান্নাভরা কণ্ঠে বাঁচার তাগিদে, একবার বাড়িতে যাবার জন্য বলতে "মাগো, আমি বাড়ি যাবো"। আজও আমরা ভুলতে পারি না।

পরম করুণাময় তোমাদের আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মা : শ্যামলী গমেজ
বড় মা : কানন গমেজ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সীগঞ্জ।

মহাশান্তি গমনের পঞ্চম বছর

প্রয়াত সুরুজ যোসেফ গমেজ

পিতা : মৃত অনিল গমেজ
জন্ম : ১৯ মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
শুলপুর ধর্মপল্লী।

বিপ/১৩২/২০

সাহায্যের আবেদন

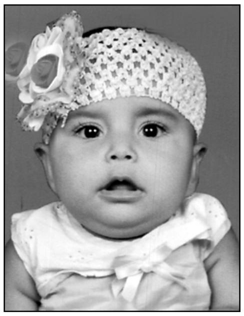

শিশু **রূথ সুজান্না গমেজ** আমাদের একমাত্র প্রথম কন্যাসন্তান। গ্রাম: করান, পো: নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর। মেডিকেল রিপোর্টে ধরা পড়ে, রূথের হার্ট ফোটা ও একটি বাল্ব চিকন। অতিসত্ত্বর অপারেশন করাতে হবে। নতুবা রূথকে বাঁচানো যাবে না। অপারেশনের জন্য প্রায় চার লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সামান্য বেতনে চাকুরী ও টিউশনের অল্প টাকায় কোন মতে সংসার চলে সাগরের। ভিটা-বাড়ি ছাড়া কোন সহায় সম্বল নাই যা দিয়ে মেয়ের চিকিৎসা করবে।

এই অবস্থায় আপনাদের মত সহৃদয় ব্যক্তিদের আশীর্বাদ প্রার্থনা ও আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়ালেই মেয়ের চিকিৎসা সম্ভব হবে। রূথের পিতা-মাতা হয়ে আপনাদের কাছে রূথের জন্য প্রার্থনার সাথে সাথে আর্থিক সাহায্যের বিনীত অনুরোধ রাখছি। বিশ্বাস করি সকলের সহযোগিতায় দয়াময় ঈশ্বর আমাদের মেয়েকে সুচিকিৎসার মাধ্যমে এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখবেন। ঈশ্বর ও আপনাদের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা।

নিম্ন ঠিকানায় আর্থিক সাহায্য পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করছি।

পিতা

সাগর গমেজ
মোবাইল (বিকাশ নম্বর): 01830455180
করান, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর
পাল-পুরোহিত
সেন্ট নিকোলাস ধর্মপল্লী, নাগরী

মাতা

ঝরা পেরেরা
ব্যাংক A/C : ১৬৬৪৫
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
নাগরী শাখা, গাজীপুর

বিপ/১৩৩/২০

দিদির স্বর্গযাত্রার ১১তম বছর

মিসেস আশালতা বটলেরু (অধিকারী)
জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

বছর ঘুরে ফিরে এলো বেদনাসিক্ত স্মৃতিময় সেই দিন ২৮ আগস্ট। দিদি, তুমি দশ বছর আগে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আমাদের কাঁদিয়ে স্বর্গে পিতার কোলে মহাশান্তির মাঝে স্থান করে নিয়েছ। দিদি তোমাকে আজও একটি দিনের জন্যও ভুলতে পারিনি। জীবনে চলার পথে সর্বত্রই তোমার অভাব অনুভব করি। কিন্তু অভাব পূরণ হয়নি কখনো। তোমার আশীর্বাদ আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার রেখে যাওয়া অম্লান আদর্শ দিয়ে কর্মদায়িত্ব পালন করে যেতে পারি। দিদি, আজ তোমার অন্তিম বিদায় বার্ষিকীতে তোমাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। আমাদের বৃদ্ধা মা তোমাকে স্মরণ করতে-করতে অবশেষে স্বর্গে তোমার সাথে মিলিত হয়েছে। বিশ্বাস করি মায়ের সাথে পিতার রাজ্যে ভালো আছো। আমাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রার্থনা, আমরাও যেন তোমার সাথে একদিন স্বর্গে মিলিত হতে পারি।

তোমারই একান্ত আপনজনদের পক্ষে-
স্নেহধন্য,
ফাদার হ্যামলেট বটলেরু সিএসসি ও পরিবারবর্গ

বিপ/১২৯/২০

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা,

সবাইকে জানাই খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। **আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার, রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল গির্জায় বাংলাদেশ মণ্ডলীর গৌরব ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি।** উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করছি। যারা দূরদূরান্তে অবস্থান করছেন, এই দিনটিতে মহান সাধকের স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন ও বিশেষ প্রার্থনা করার অনুরোধ করছি।

অনুষ্ঠানের সময়সূচি:

বিকাল ৫টায় : বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান

বিকাল ৫:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগ ও কবর আশীর্বাদ।

ধন্যবাদান্তে,

পাল-পুরোহিত ও সহকারী পাল-পুরোহিত
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ,
সেন্ট মেরীস ক্যাথেড্রাল ধর্মপল্লী, রমনা

বিজ্ঞা/১৩১/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

-ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ-

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার

ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)

২. শেষ ইনার কভার

ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৩. প্রথম ইনার কভার

ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ) = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)

ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা = ৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা = ৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা = ২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি = ৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা –
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 30

Regd. No. DA-33

❖ 23 - 29 August, 2020 , ৮ - ১৪ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নদানের অপূর্ব সুযোগ আনলো হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিট

- আপনি কি জানেন বাংলাদেশের শতকরা ১৪ জন শিশু-কিশোর মানসিক রোগে আক্রান্ত এবং এদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই কোন ধরনের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেন না?
- আপনি কি জানেন সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৪০ লাখ শিশু-কিশোর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালায়?
- আপনি কি জানেন প্রতি বছর ১ লাখ শিশু-কিশোর আত্মহত্যায় মৃত্যুবরণ করে?
- আপনি কি জানেন বাংলাদেশে প্রতি ৫০ মিনিটে একজন আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালায়?
- আপনি কি জানেন বাংলাদেশের শতকরা ৪৯.৬ জন বিষণ্ণতা, ৫৩.২ উদ্বিগ্নতা ও ২৬.৪ জন শিশু-কিশোর মানসিক চাপে ভুগেন?
- আপনি কি জানেন বাংলাদেশের শতকরা ২৬.৯ জন শিশু কিশোর আচরণগত সমস্যা ও ১০.২ জন আবেগীয় সমস্যায় ভুগছেন?

বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের ভয়াবহতা ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনায় রেখে সিস্টারস্ অব আওয়ার লেডী অব সরোস্ (MPd'A) সিস্টারগণ দ্বারা পরিচালিত হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিট, কারলত্তা সেন্টার, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় অঞ্চলের সকল হাইস্কুল ও কলেজে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিট ড. লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও (সিস্টার গ্লোরিয়া) এর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সব সময় প্রস্তুত আছে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত কর্মসূচী পরিচালনা করার জন্য। একজন সচেতন অভিভাবক, স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে আপনি আপনার সন্তানতুল্য ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ভাবছেন? হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিট আপনার আমন্ত্রণের প্রত্যাশায়!

আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা

বাসা-১২১, ব্লক-বি, রোড-৬, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯
মোবাইল: ০১৭৫২ ০৭৪৪৯৭, ০১৬২২ ৯২৯৩৯৭ ও ০৯৬১১ ১৭৪৩০৪
ই-মেইল: healingheartbd@gmail.com
ফেইসবুক: facebook.com/healingheart2010
ইউটিউব: Healing Heart Counseling Unit
ওয়েবসাইট: healingheartbd.org.com

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly pratibeshi.org